بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুদমুক্ত অর্থনীতি

আজকের অনুষ্ঠানে ইসলামিক রিসার্স ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে অভিবাদন জানাচ্ছি।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে মানব সমাজের সাথে সম্পর্কিত নানান সমস্যা ও তার সমাধানে অর্থনীতি এক অনন্য ভূমিকা রাখছে। বিশেষ করে, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক কল্যাণের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে অর্থনীতির ভূমিকা অপরিহার্য। ইসলামিক রিসার্স ফাউন্ডেশন, আন্তর্জাতিকভাবে স্বনামধন্য জ্ঞানীদের নিয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়ের ওপর সেমিনার আয়োজন করে চলছে। আন্তর্জাতিকভাবে এসব আলোচিত বিষয়গুলো অন্যতম হলো ঃ নারী অধিকার, মানবাধিকার এবং বিভিন্ন প্রকার সামাজিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক পদ্ধতি।

এগুলোর সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যারা– বিশ্ব অর্থনীতির চালিকা শক্তি রূপে পরিগণিত যেমন বিশ্বব্যাংক, আই. এম. এফ, এরা বর্তমানে যে নীতি চলছে তার বাস্তবায়ন ও সমাধান করে থাকে এবং সংস্থাগুলো প্রতিনিয়ত নানান সমস্যা এবং অদক্ষতার মোকাবিলা করে অগ্রগতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

এদিকি থেকে অনেক লোক ইসলামিক অর্থব্যবস্থা অন্যান্য অর্থব্যবস্থায় এবং তুলনামূলক গবেষণাও করছে। ইসলামী অর্থ্যব্যবস্থার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা। এ ব্যবস্থা বর্তমান প্রেক্ষাপটে সমাজের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কি-না এবং এর বাস্তবায়ন আদৌ সম্ভব কিনা, তাও ভাবতে শুরু করেছে। এ নিয়ে কথা বলতে ডা. জাকির নায়েককে 'কুরআনের আলোকে সুদমুক্ত অর্থনীতি' বিষয়ে কিছু বলার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। তিনি মূলত ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক নীতিসমূহ এবং এর বাস্তবায়ন সম্পর্কে বলবেন। সূরা বাকারার ২৭৮নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় এবং সুদের অবশিষ্ট যা আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমীন হও।"

আজকের আলোচনায় আমি আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। এ অনুষ্ঠানের চেয়ারম্যান আগেই বলেছেন, আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো 'কুরআনের আলোকে সুদমুক্ত অর্থনীতি'।

'রিবা' শব্দটি কুরআনে ৮ বার এসেছে। 'রিবা' শব্দটি কুরআনের যে সকল স্থানে উল্লেখ রয়েছে। সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

১। পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৫, ২৭৬, ২৭৮, ২৮০।

২। পারা ৩, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৩০।

banglainternet.com

৩। পারা ৪, সূরা নিসা, আয়াত ১৫১।

৪। পারা ১৩, সূরা রূম, আয়াত ৩৯।

'রিবা' শব্দটি বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে উল্লেখ করা হয়েছে। 'রিবা' শব্দটি প্রথমে এসেছে সূরা রূমের ৩৯ নং আয়াতে। এ আয়াতে বলা হয়েছে–

وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا لِّيَرْبُوَا۟ فِىْٓ اَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوْا عِنْدَ اللّٰهِ ۔ وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ ۔

অর্থ ঃ "মানুষের সম্পদে তোমাদের সম্পদ বাড়বে, এ আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লার কাছে তা বাড়ে না। অন্যদিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তোমরা যে যাকাত দাও, তারই দ্বিগুণ লাভ করে।"

'রিবা' শব্দটির অর্থ আসলের বাড়তি যোগ হওয়া। কুরআন ও আসলের বাড়তি যোগ হওয়াকে অবৈধ ঘোষনা করেছে। কুরআনে যখন প্রথম 'রিবা' শব্দটি এসেছে তখন বলা হয়নি যে, 'রিবা' হারাম বা রিবা নিষিদ্ধ। যেমন সূরা রূমের ৩৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে।

'রিবা' সম্পর্কে যখন কুরআনে এসেছে, এটা ঠিক কুরআনে মদপান সম্পর্কে যেমন পর্যায়ক্রমে নিষেধাজ্ঞা এসেছে সেরকম।

কুরআনে প্রথম যখন মদপান সম্পর্কে এসেছে তখন তা মদের অন্তর্নিহিত ভালোমন্দ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। যেমন সূরা বাকারার ২১৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۔ قُلْ فِيْهِمَآ اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَاِثْمُهُمَآ اَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۔

অর্থ ঃ "তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে প্রশ্ন করে। আপনি বলুন এ দুটির মধ্যে রয়েছে মহাপাপ, আর মানুষের জন্য কিছু উপকারিতাও রয়েছে। তবে এগুলোর পাপ উপকারিতার ছেয়ে অনেক বেশি।"

আল্লাহ পাক মদকে প্রথমবারই নিষিদ্ধ করেন নি। বরং মদপানকে পর্যায়ক্রমে হারাম করেন। যেমন এ সম্পর্কে পরবর্তীতে আল্লাহ তায়ালা সূরা নিসার ৪৩ নং আয়াতে বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ ۔

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা মদ্যপ অবস্থায় নামাযের নিকটবর্তী হয়ো না যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা যা বলছো তার মর্মার্থ না বুঝতে পারো।"

এখানে মাতাল অবস্থায় নামায পড়াকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এরপর চূড়ান্তভাবে সূরা মায়িদার ৯০ ও ৯১ নং আয়াতে মদপানকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

banglainternet.com

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি ও শুভ-অশুভ নির্ধারণে তীর নিক্ষেপ অপবিত্র শয়তানের কাজ। অতএব তোমরা তা থেকে বিরত থাক যাতে তোমরা সফল হতে পার শয়তান মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও হিংসা সৃষ্টি করতে চায়। তোমরা কি এসব বস্তু থেকে বিরত থাকবে?"

এ আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর মদ মদীনার রাস্তায় সকল ঢেলে ফেলা হয়। এবং কখনো তা আর পান করা হয়নি। এভাবে পর্যায়ক্রমে মদ নিষিদ্ধ হয়েছে। তেমনি সুদও পর্যায়ক্রমে নিষিদ্ধ হয়েছে। প্রথম যখন সুদ 'রিবা' শব্দটি উল্লেখ করা হলো তখন বলা হলো 'তোমরা কি আল্লাহকে ভালোবাসো?

সুদ সম্পর্কে সূরা নিসার ১৬১ নং আয়াতে বলা হয়–

অর্থ ঃ "আর এ জন্য যে, তারা সুদ নিতো অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল। এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করতো অন্যায়ভাবে। বস্তুত আমি কাফেরদের জন্য তৈরি রেখেছি কঠিন আযাব।"

কিছু নির্দিষ্ট খাদ্য যেমন উট, ভেড়া, ছাগল, ষাঁড়, মুরগী প্রভৃতির গোশত তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল (ইহুদিদের জন্য)। কারণ, তারা আল্লাহ্‌র পথে বাধাদান করতো, তারা সুদ নিতো, যদিও তা তাদের জন্য হারাম ছিল।

তারপর সূরা আল-ইমরান-এর ১৩০ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَأْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً ۔ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۔

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না, আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা কল্যাণ পেতে পারো।"

কিন্তু অনেক মুসলমান বলে যে, কুরআন যে সুদের কথা বলেছেন তা মানি লন্ডারিং-এর মত, যখন (মানি লন্ডার) জনগণকে ঋণ দেয় এবং মাত্রাতিরিক্ত হারে সুদ গ্রহণ করে। কুরআন মাত্রাতিরিক্ত সুদ (Usury) হারাম করেছে কিন্তু Interest হারাম করে নি– যা বর্তমানের আধুনিক ব্যাংকগুলো নিয়ে থাকে। আমাদের Usury শব্দের অর্থ বুঝা উচিৎ Oxford dictionary-এর মতে, 'The Practice of lending money to people at unfairly high rates of interest' অর্থাৎ অন্যায়ভাবে অর্থ ধারের ব্যবসা। তারা বলে, কুরআন এ উচ্চ হারে (Usury) সুদের লেনদেন হারাম ঘোষণা করেছে কিন্তু বর্তমানের আধুনিক ব্যাংকগুলো যে সুদ (Interest) নেয় তা হারাম করা হয়নি।

Oxford dictionary-এর মতে, Interest-এর অর্থ, ঋণের টাকা ব্যবহারের জন্য যে পরিমাণ অতিরিক্ত টাকা দেওয়া হয়। অর্থাৎ অর্থ ঋণ নিয়ে ব্যবহারের জন্য অর্থ প্রদান এবং Usury-এর অর্থ হলো অন্যায়ভাবে বিশেষ করে মাত্রাতিরিক্ত হারে সুদের ঋণের লেনদেন। অল্প কথায়, Usury-এর অর্থ হলো মাত্রাতিরিক্ত সুদের পরিমাণ।

'রিবা' অর্থ হলো, মূলধনের সাথে অতিরিক্ত অর্থ বা মূলধনের ওপর বৃদ্ধ। এটা অন্যায্য যোগ বা বৃদ্ধি এবং প্রথমে উভয়ই লাভবান হয়। Usury হলো সুদেরই অন্যরূপ তা ছোট হোক বা বড় হোক, রিবা, তা Interest বা Usury। এটা কুরআনে হারাম।

আরো অনেক মুসলমান যুক্তি দেন যে, সুদ তো একপ্রকার ব্যবসা। সুতরাং কেন তা হারাম হবে, যেখানে সারাবিশ্বে সম্পদের লেন-দেন সুদের মাধ্যমেই হচ্ছে, তাদের জন্য কুরআন স্পষ্ট বলে দিচ্ছে।

banglainternet.com

সূরা বাকারার ২৭৫ নং আয়াতে– وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ۔

অর্থ ঃ "আল্লাহ ব্যবসাকে জায়েজ করেছেন সুদকে করেছেন হারাম।"

আর তিনি Interest বা Usury -কে হারাম করেছেন। আল্লাহর কছম থেকে এ নির্দেশনা পাওয়ার পরও (কুরআনে আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন কিন্তু সুদকে হারাম করেছেন) যারা সুদের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে তারা শাস্তির প্রাপ্ত হবে এবং তারা চিরদিনের জন্য জাহান্নামে থাকবে।

এর পরবর্তী আয়াতে ধারাবাহিকভাবে বলা হয়েছে,

"আল্লাহ তাআলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান খয়রাতকে বর্ধিত করেন, আল্লাহ কোনো অবিশ্বাসী পাপীকে পছন্দ করেন না।"

আবার কোনো কোনো মুসলিম যুক্তি দেয় যে, কুরআন যে সুদ বা রিবার কথা বলেছে তা রিবা ইসতিলাক। ইসিতিলাক হলো, যখন একজন ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে তার জীবন ধারনের মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য অর্থ ঋণ দেয় এবং এ ধরনের ওপর সে সুদ নেয়। সংক্ষেপে এ প্রকার রিবা হলো রিবা ইসতিলাক যা কুরআন হারাম ঘোষণা করেছে। কিন্তু অন্য প্রকার সুদ যা আধুনিক ব্যাংকগুলো ব্যবসা করার জন্য ঋণের ওপর আরোপ করে তা কুরআন হারাম করেনি। আমাদের বুঝতে হবে যে, কুরআন কী বলতে চাচ্ছে। আমি কয়েকটি আয়াত পাঠের মাধ্যমে আমার বক্তৃতা শুরু করেছিলাম। যেমন সূরা বাকারার ২৭৮ নং আয়াত। এখানে বলা হয়েছে–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের অবশিষ্ট যা আছে তা ছেড়ে, যদি তোমরা মুমীন হও।"

এরপরের আয়াতটি মহানবী (সাঃ)-এর ওপর অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি বলেন, আমিই প্রথম ব্যক্তি যে আমার এক আত্মীয়কে সুদ মুক্ত রাখতে হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (র)-এর কাছে যেতে হয়েছিল।

প্রাক ইসলামী যুগে আরব সমাজে দুই ধরনের ব্যবসার প্রচলন ছিল। এক ঃ মুদারাবা পদ্ধতি তা হলো, একজন লোক অন্য একজনকে অর্থ বা সম্পদ ঋণ দিবে (মুদারিবকে) ব্যবসা করার জন্য। যে ব্যবসা পরিচালনা করবে এবং তাতে যে লাভ হবে তা ঋণদাতা এবং ব্যবসায়ীর মধ্যে ভাগ হবে। দুইঃ একজন অন্য একজনকে অর্থ ঋণ দিবে এবং ঋণদাতা ঋণ গ্রহীতার হারাম থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ হারে সুদ নিবে। যখন এ মুসলমানরা বলে যে, কুরআন যে রিবা হারাম করেছে তা রিবা ইসতিলাক, যা মানুষের মৌলিক চাহিদার ওপর ধার্য করা হয় যেমন, খাদ্য, পোষাক ইত্যাদি ক্রয়ের জন্য, যা মৌলিক প্রয়োজন। এ ধরনের রিবা নিষিদ্ধ।

সূরা বাকারার ২৭৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের অবশিষ্ট পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা মুমীন হও।"

banglainternet.com

এ আয়াত আসার পর মহানবী (সা) প্রথম হযরত আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব (রা) নিকট যিনি গরীবদেরকে তাদের মৌলিক অভাব পূরণের জন্য ঋণ দিতেন এবং তাদের কাছে থেকে সুদ নিতেন। যেমনটি ইহুদিরা করতো। তিনি ব্যবসায়ীদেরকে ব্যবসা করার জন্য ঋণ দিতেন এবং এ ঋণের ওপর নির্দিষ্ট হারে সুদ

দিতেন। যেমনটি ইহুদিরা করতো। এ দুই আয়াত আসার পর যে পরিমাণ সুদ তাদের আত্মীয়দের কাছে পাওনা ছিল তা মাফ করে দিল। এবং তখন সকল মুসলিম যারা সুদের সাথে সম্পৃক্ত ছিল তাদের যে পরিমাণ সুদী অর্থ বকেয়া ছিল তা ছেড়ে দিতে হয়েছিল।

ভেবে দেখুন, কুরআনে মদকেও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে, তেমনি জুয়াকেও। কিন্তু এমন কোনো শব্দ নেই যে, তোমরা যদি খাও, জুয়া খেলো তা হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা) তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। তোমরা কেউ তোমাদের ইচ্ছেকে চরিতার্থ করো না, যদি তোমরা তোমাদের ইচ্ছেকে চরিতার্থ কর,তবে তোমরা আল্লাহ এবং রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে, এমন কথা কুরআনে বলা হয়নি। কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে কুরআন বলেছে যে, যদি তোমরা সুদের সাথে সম্পৃক্ত হও তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলো। এ আয়াতের পরের ২৭৯ নং আয়াতেই বলা হয়েছে–

অতঃপর যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ ও তার রাসূলের (সা) সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। সূরা বাকারা, আয়াত ২৭৯

অর্থ ঃ "অতঃপর তোমরা যদি পরিত্যাগ না কর তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রস্তুত হও। আর যদি তোমরা তওবা করো তাহলে তোমরা তোমাদের মূলধন ফেরত পাবে। তোমরা জুলুম করো না; তোমাদের ওপরও জুলুম করা হবে না।"

লক্ষণীয়, কুরআন মদ নিষিদ্ধ করেছে। কিন্তু কুরআন এখানে বলেনি যে, তোমরা মদকে প্রশ্রয় দিয়ো না। যদি তোমরা মদকে তা কর তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন। কিন্তু সুদের ব্যাপারে আল্লাহ প্রকাশ ও সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে, যদি তোমরা সুদের সাথে সম্পৃক্ত থাক তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ কর অথবা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদের বিরুদ্ধে লড়বেন। বলুন তো, পৃথিবী এমন কোনো মুসলমান আছে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে সুদের চ্যালেঞ্জ দিতে পারে। যদি আপনি আপনাকে সুদের সাথে সম্পৃক্ত রাখেন তাহলে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ দিচ্ছেন।

এর পরবর্তী আয়াতে সূরা বাকারা, আয়াত নং ২৮০-তে বলা হয়েছে–

অর্থ ঃ "যদি ঋণগ্রহীতা অভাবগ্রস্ত হয়, তবে সচ্ছলতা না আসা পর্যন্ত তাকে পরিশোধের সময় দাও। আর যদি ক্ষমা করে দাও, তবে তা খুবই উত্তম, যদি তোমরা তা বুঝ।"

সুদ হারাম হওয়া সম্পর্কে অনেক হাদীসও রয়েছে, যেমন মুসলিম শরীফে উল্লেখ আছে–

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اٰكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهُ وَكَاتِبَيْهِ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ.

যাবের (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সা) তাদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন যারা সুদ খায়, সুদ দেয়, সুদের হিসাব লিখে ও সুদের সাক্ষী দেয়। তিনি বলেছেন, সকলেই সমান অপরাধী। মুসলিম শরীফ

banglainternet.com

আরো বর্ণিত আছে যে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ حَنْظَلَةُ دِرْهَمٍ رِبًّا يَاْكُلُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ اَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَّثَلَاثِيْنَ زَانِيَةً.

আবদুল্লাহ হানতা (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে লোক জেনে শুনে সুদের একটি টাকা খেল, সে যেন ছত্রিশবার জেনার চেয়েও মারাত্মক অপরাধ করল।

আর একটি হাদীস হলো–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص اَلرِّبٰوا سَبْعُوْنَ جُزْءً اَيْسَرُهَا اَنْ يَنْكَحَ الرَّجُلُ اُمَّهُ ـ

আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, সুদের পাপের সতেরটি অংশ রয়েছে, তার ক্ষুদ্রতম অংশের পরিমাণ হচ্ছে আপনের সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। (ইবনে মাযা, বায়হাকী)

সূরা বাকারার শেষের আয়াতগুলো হারাম ঘোষণা করে নাযিল হয়েছে। এ আয়াতগুলো ২৭৫ থেকে ২৮১ নং পর্যন্ত। এরপর মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা)-এর তিরোধানের পর সাধারণ লোকদের শরীয়া'হর বাস্তবায়ন সম্পর্কে গভীরভাবে জানার জন্য পর্যাপ্ত সময় ছিল না। এ ব্যাপারে ইবনে কাসীর বলেন, হযরত উমর (রা) বলেন, মহানবী (সা) তিনটি জিনিসকে ত্যাগ করেছেন। প্রথমত সুদ অন্য দুটি হলো ঃ খিলাফা এবং কেলালা। অর্থাৎ, তা হলো একজন অসুস্থ ব্যক্তি, যার কোনো ওয়ারিশ নেই তার সম্পদ কীভাবে বন্টন হবে। এ সম্পর্কে সূরা নিসার ১২ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

অর্থ ঃ "স্ত্রীরা যা রেখে যায় তোমাদের জন্য তার অর্ধেক যদি তাদের কোনো ছেলে সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের ছেলে সন্তান থাকে তবে তোমরা তাদের ওসীয়ত এবং ঋণ পরিশোধের পর যা বাকী থাকবে তার এক–চতুর্থাংশ পাবে। আর তোমরা যা রেখে যাবে স্ত্রীরা তার এক-চতুর্থাংশ পাবে, যদি তোমাদের কোনো ছেলে না থাকে। আর যদি তোমাদের কোনো ছেলে সন্তান থাকে তাহলে তারা তোমাদের ওসীয়ত এবং ঋণ পরিশোধের পর বাকী এক-অষ্টমাংশ পাবে। আর কোনো ব্যক্তি যদি 'কালালা' কে উত্তরসূরী বানায় অথবা কোনো মহিলা ভাই বা বোন রেখে মারা যায়, তবে তাদের প্রত্যেক এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। আর যদি ভাই বোনের সংখ্যা এর বেশি হয় তবে তারা ওসীয়ত এবং ঋণ পরিপূর্ণভাবে পরিশোধের পর যা অবশিষ্ট থাকবে উহার এক-তৃতীয়াংশের মধ্যে অংশীদার হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ হতে নির্দেশ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং ধৈর্যশীল।"

কিন্তু কুরআনের উল্লেখ ছাড়াই হাদীস থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়, বিভিন্ন সহীহ্ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে। আপনি যদি সহীহ্ বুখারী পড়েন তাহলে সহীহ্, বুখারীর রিবা অধ্যায়ের টিকা হতে জানতে পারবেন যে, রিবা দুই প্রকার, 'রিব্বাস নাসিয়া' এ হলো এমন ধরনের ঋণ যা অন্যকে ব্যবসার জন্য দেওয়া হয় এবং ঋণের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করা হয়।

২য় প্রকার সুদ হলো 'রিবা ফাদল'। এটা হলো এক অন্য মালের পরিবর্তে বেশি পরিমাণ দ্রব্য বিনিময়।

অর্থাৎ খারাপ পণ্যের পরিবর্তে ভালো পণ্য বা কম পণ্যের পরিবর্তে বেশি পরিমাণ পণ্য বিনিময়। রিবার ব্যাপারে হাদীসে বলা হয়েছে, এসব প্রকার রিবা হারাম। সুদ হারাম হওয়ার সম্পর্কে সহীহ্ মুসলিমেও উল্লেখ করা হয়েছে।

banglainternet.com

খণ্ড নং ৩ অধ্যায় নং ৬২৩, হাদীস নং ৩৮৯৪৫ থেকে ৩৮৯৪৯ পর্যন্ত। এই পাঁচটি হাদীসে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সুদ হারাম।

কুরআন সুদমুক্ত অর্থনীতির ব্যাপারে কেন জোর দেয়? এর উদ্দেশ্যই বা কী? কুরআন কেন সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থার বিধান জারি করলো? কি উদ্দেশ্যে সুদ মুক্ত অর্থব্যবস্থার বিধান এলো? এর জবাব নিম্নরূপ ঃ

প্রথমত, যদি অর্থনীতিকে কল্যাণকর করতে হয় তাহলে ইসলামী অর্থনীতির উদার ব্যবস্থার সাথে সাম স্যশীল হতে হবে।

দ্বিতীয়ত, অন্যায় অবিচার দূর করার জন্য।

তৃতীয়ত, সম্পদের সুষম বণ্টনের জন্য।

চতুর্থত, সামাজিক দিক থেকে ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য।

প্রথম উদ্দেশ্যটি বিশ্লেষণ করা যাক, এটা হলো ইসলামের আধুনিক উদার জীবনব্যবস্থার সাথে অর্থনৈতিক কল্যাণকামিতা।

কুরআনে সূরা বাকারার ৬৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَّنَا مَا لَوْنُهَا ـ قَالَ إِنَّهُ يَقُوْلُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ ـ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِيْنَ ـ

অর্থ ঃ "তারা বলল, তোমার রবকে বলো তিনি যেন আমাদের এর (গাভীর) রং বলে দেন। তিনি বললেন, তিনি বলেছেন যে, এর রং হবে হলুদ বর্ণের। এর উজ্জ্বল রং দর্শনার্থীদের আনন্দ দান করবে।"

অন্যত্র বলা হয়েছে সূরা বাকারা আয়াত নং ১৬০–

إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا وَأَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا فَأُولٰئِكَ أَتُوْبُ عَلَيْهِمْ ـ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ـ

অর্থ ঃ "যারা তওবাকারী ও সৎকর্মশীল, সত্যের সাক্ষ্য দানকারী তাদের প্রতি আমি সদয় হব। আর আমি তওবা কবুলকারী ও দয়ালু।"

সূরা জুমার ১০নং আয়াতে আরো বলা হয়েছে–

অর্থ ঃ "অতঃপর নামাজ শেষে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ প্রত্যাশী হও এবং আল্লাহে বেশি পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা সফল হতে পার।"

এ সকল আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, কুরআন মানুষকে আল্লাহর অনুগত হতে এবং আল্লাহ আমাদের জন্য সেসব ভালো জিনিস দিয়েছেন তা ভোগ করতে উৎসাহিত করছে। এ ব্যাপারে হাদীসেও এসেছে। যেমন–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ص طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ ـ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা) বলেছেন, অন্য সকল ফরজের মতো হালাল উপার্জনও একটি ফরজ কাজ। (বায়হাকী)

ভিক্ষাবৃত্তিকে ইসলাম নিরুৎসাহিত করেছে। এ ব্যাপারে সহীহ বুখারীতে খণ্ড ২ পৃষ্ঠা নং ১৩৩ এ উল্লেখিত আছে। এখানে বলা হয়েছে, উপরের হাত নিচের হাত থেকে উত্তম।" এ সম্পর্কে 'ইবনে মাযা'তে খণ্ড নং ২ পৃষ্ঠা নং ৭৩৩ এ বলা হয়েছে যে, নিজের হাতে, "নিজের পরিশ্রমে আয় হলো সর্বোত্তম আয়।"

banglainternet.com

সুতরাং ইসলাম একজন মানুষকে আল্লাহর আনুগত্যের প্রতি এবং নিজে স্বাধীনভাবে জীবনযাপনের প্রতি উৎসাহ দিচ্ছে। এবং ২য় উদ্দেশ্য হলো ইসলামের সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে সূরা হুজুরাতের ১৩নং আয়াতে, বলা হয়েছে–

অর্থ ঃ "হে মানবজাতি, আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত করেছি যাতে তোমরা পরস্পরে পরিচিত হতে পার। নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে ব্যক্তি সর্বাধিক পরহেজগার, নিশ্চয় আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বজ্ঞাত।

সূরা হুজরাতের অপর এক আয়াতে বলা হয়েছে–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ـ

অর্থ ঃ "নিশ্চয়ই মুমীনরা ভাই ভাই। এতএত তোমরা তোমাদের ভ্রাতৃত্বকে অটুট রাখো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো"।

এ আয়াত হতে জানা যায়, আল্লাহর কাছে সম্ভ্রান্ত হওয়ার, প্রিয় হওয়ার, বিশিষ্ট হওয়ার মাপকাঠি কোনো লিঙ্গ বৈশিষ্ট্য নয়, সম্পদশালী হওয়া নয়, জাতপাত নয়, বর্ণও নয় বরং এটা হলো তাকওয়া , আর তা হলো খোদাভীতি। প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে বলেন, "কোনো আরব অনারব হতে উত্তম নয়, কোনো শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গের হতে উত্তম নয়, বরং তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম যে খোদাভীরু, অধিক জ্ঞানী, যার তাকওয়া বেশি সেই উত্তম।" এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনের সূরা নিসার ১৩৫ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ـ

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ, তোমরা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক, আল্লাহর জন্য সত্য সাক্ষ্য দান কর, যদিও তা তোমাদের নিজের বা পিতা-মাতার আত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়।"

তৃতীয় উদ্দেশ্য হল ঃ সম্পদ ও আয়ের সুষম বণ্টন। ইসলাম আবারও দার্শনিক ও আদর্শিক দিক দিয়ে সম্পদের গুটি কয়েক লোকের হাতে সম্পদের পুঞ্জিভূত হওয়াকে কখনোই সমর্থন করেনা এবং ধনী দরিদ্রের মাঝে সম্পদের বৈষম্য কমাতে এ বণ্টন ব্যবস্থা। কেননা ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য না কমলে তারা একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে। এ জন্য ইসলাম যে মহত্তম ব্যবস্থা রেখেছে তা হলো যাকাত। এটা নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক সকল মুসলমানের ওপর ফরজ। যে সব মুসলমানের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ থাকবে তাকে ২.৫% হারে প্রতি চন্দ্র বৎসরে দরিদ্রদের দিয়ে দিতে হবে। এ অর্থ কাদের দেওয়া হবে তা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করে দেওয়া হয়েছে সূরা তাওবার ৬০নং আয়াতে–

banglainternet.com

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ـ

অর্থ ঃ "যাকাত হলো ফকির, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন, তাদের হক এবং তা দাস মুক্তির, ঋণগ্রস্থদের, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের এবং মুসাফিরদের জন্য– আর এ হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।"

যাকাতের ৮টি খাতের বিবরণ

পবিত্র কোরআন যাকাত বণ্টন করার ৮টি খাতের কথা উল্লেখ করেছে সেগুলো নিম্নরূপ ঃ

১. **ফকীর ঃ** অর্থাৎ যার কোনো সম্পদ নেই বা থাকলেও খুব সামান্যই আছে।

২. **মিসকিন ঃ** যে ব্যক্তির কাছে সামান্য সম্পদ আছে কিন্তু তা তার ভরণপোষণের জন্য যথেষ্ট নয়, তিনিই মিসকীন।

৩. **আমেল বা কর্মচারী ঃ** যাকাত সংগ্রহ কাজে নিয়োজিত কর্মচারীদের আমেল বলা হয়। এ ধরনের কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি যাকাতের অর্থ থেকে দেওয়া যাবে।

৪. **মন জয় করার জন্য ঃ** অমুসলিম, নওমুসলিম ও ইসলাম বিরোধিতা কারীদের মন জয় করার জন্য যাকাত ব্যয় করা যায়।

৫. **দাসমুক্তি ঃ** দাস ও বন্দীদের মুক্তির জন্য এবং মিথ্যা মামলায় গরীব আসামী মুক্তির জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

৬. **ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধ ঃ** ঋণ পরিশোধে অক্ষম, ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধের জন্য যাকাত ব্যয় করা যায়।

৭. **আল্লাহর পথে ঃ** জিহাদসহ ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকল প্রকার ব্যয় যাকাত থেকে করা যায়।

৮. **মুসাফির ঃ** বিদেশে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির সাহায্যে যাকাত ব্যয় করা যায়।

উপরোক্ত ৮টি খাত ছাড়া যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে না। কারণ স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাই মসজিদ, মাদরাসা নির্মাণ, রাস্তা-ঘাট বা পুল নির্মাণ, টিউবওয়েল বসানো, খাল খনন, মাহফিল অনুষ্ঠান এবং মুরদা দাফন সংক্রান্ত কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে না।

যাকাত ব্যবস্থার জন্য কিছু শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। সূরা হাশরের ৭নং আয়াতে এসেছে–

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۔ كَىْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ۔ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۔ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۔ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۔ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۔

অর্থ ঃ "আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট হতে তাঁর রাসূলকে যা দিয়েছেন, তা আল্লাহর, আল্লাহর রাসূলের, তাঁর আত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্থদের এবং মুসাফিরদের জন্যে, যাতে ধনৈশ্বর্য কেবল তোমাদের বিত্তশালীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না হয়। রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর এবং যা বারণ করেন তা করা হতে বিরত হও এবং আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"

banglainternet.com

যাকাত ব্যবস্থার প্রবর্তন হলো সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন, দারিদ্র্য বিমোচন এর লক্ষ্যে। যদি প্রত্যেকে যাকাত দেয়, যাকাত ব্যবস্থা মেনে চলে তাহলে কোনো মানুষই না খেয়ে, ক্ষুধায় মারা যাবে না। অধিকাংশ মুসলমান সঠিকভাবে যাকাত দেয় না। মুসলমানরা প্রত্যেকে যদি সঠিকভাবে যাকাত আদায় করে তাহলে বিশ্বের একজন মুসলমান ও দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকবে না। ইসলাম শিক্ষা দেয় সঠিক কর্মসংস্থানে। যে বেকার তাকে সঠিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং তার কাজের ন্যায্য মজুরী দেওয়ার জন্য ইসলাম নির্দেশ দেয়। ইসলাম মৃত্যুর পর ওয়ারিশদের মধ্যে সম্পদের বণ্টনের বিধি-বিধান দিয়ে দিয়েছে, যা কুরআনে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, এ সম্পর্কে সূরা নিসার ১১, ১২ এবং ১৭৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে–

অর্থ ঃ "আল্লাহ তোমাদের সন্তানদের উত্তরাধিকার সম্পর্কে নির্দেশনা দিয়েছেন যে, প্রত্যেক কন্যা সন্তান পুত্র সন্তানের অর্ধেক পাবে। স্ত্রীর রেখে যাওয়া সম্পদে তোমাদের জন্য অর্ধেক যদি তাদের কোনো পুত্র সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের পুত্র সন্তান থাকে তাহলে তোমরা তাদের ওসীয়ত এবং ঋণ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদের এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর তোমরা যা রেখে যাবে স্ত্রীরা তার এক-চতুর্থাংশ পাবে যদি তোমাদের কোনো পুত্র সন্তান না থাকে। আর যদি তোমাদের কোনো পুত্র সন্তান থাকে তাহলে তারা তোমাদের ওসীয়ত এবং ঋণ পরিশোধের পর যা অবশিষ্ট থাকবে তার। আর কোনো ব্যক্তি যদি 'কালালা'কে উত্তরসূরী বানায় অথবা কোনো মহিলা ভাই বা বোন রেখে মারা যায় তবে তাদের প্রত্যেকে এক-ষষ্ঠাংশ পাবে। আর যদি সংখ্যা বেশি হয় তবে তারা ওসীয়ত এবং ঋণ পরিপূর্ণভাবে পরিশোধের পর বাকী সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের অংশীদার হবে। এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ এবং ধৈর্যশীল।"

কিন্তু কুরআন নির্দিষ্ট করে দিয়েছে তাদের সম্পদ অবশ্যই বণ্টিত হবে তাদের প্রাপ্য অনুযায়ী।

প্রত্যেক মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মগ্রহণ করে, কোনো লোক বা কেউ এমন কি রাষ্ট্রও তার স্বাধীনতাকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে না। কোনো বিষয়েই তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না, প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন এবং তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে না,, যতক্ষণ না সে সমাজের জন্য ক্ষতিকর কোনো কাজে লিপ্ত হয়। কারণ, ইসলামে কাজে ব্যক্তি স্বাধীনতা ব্যক্তি স্বার্থ থেকে অগ্রাধিকার পায়। কর্ম ও শ্রম উভয় এবং ব্যবসায় লাভ ক্ষতি উভয়ই শরীআতে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কৃষক এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। আপনি যদি ব্যবসা করেন তাহলে বড় লোকসান না নিয়ে ছোট লোকসান গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ ছোট ক্ষতির পরিবর্তে বড় ক্ষতি গ্রহণ করবেন না। আপনাদের এমন কেউ আছেন যে, বড় লাভ বাদ দিয়ে ছোট লাভ নিবেন। সংক্ষেপে, সামাজিক কল্যাণের দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে।

সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার অনেক মন্দ দিক রয়েছে, যে কারণে কুরআন সুদকে হারাম করেছে। উদাহরণ হিসেবে কেউ ব্যাংক হতে ঋণ ব্যবসা করার জন্য ঋণ নিলে এবং সে চাইবে এ থেকে ১০০ টাকা লাভ করার জন্য। এবং তাকে সুদ পরিশোধ করতে হবে। ধরি তার উৎপাদন খরচ হলো ১০০ রুপি এবং সে এ থেকে লাভ করতে চায়। সুতরাং উৎপাদন মূল্যের সাথে লাভ যোগ হবে। তাহলে বিক্রয় মূল্যের সাথে Cost price/ এর সাথে সুদ যোগ হয়ে বিক্রয়মূল্য অনেক বেড়ে যাবে।

banglainternet.com

সুতরাং বিক্রয়মূল্য সুদের কারণে বেড়ে যাবে, এবং যদি বিক্রয়মূল্য বাড়ে তাহলে দ্রব্যের চাহিদা কমে যাবে। চাহিদা কমে গেলে যোগানও কমে যাবে। এভাবে উৎপাদন হ্রাস পাবে, এবং যখন উৎপাদন কমে গেলে বিভিন্ন

সমস্যা দেখা দিবে, বেকারত্বের সমস্যা দেখা দিবে। এভাবে সুদের কারণে সমাজে অনেক অন্যায় অবিচার দেখা দেয়। যেমন, কোনো ব্যক্তি ঋণ নিলে সে লাভ করুক বা নাই করুক তাকে অবশ্যই নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ দিতে হবে। কারো জন্য কি এমন কোনো দূর্বিপাক আসতে পারে না যেমন বন্যা, এমন ক্ষেত্রেও তাকে সুদের পরিমাণসহ আসল পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক। এখানে তাদের সামাজিক দায়বদ্ধতা নেই। ঋণগ্রহীতা লাভ করুক আর লোকসান দিক তাকে অবশ্যই সুদসহ আসল পরিশোধ করতে হয়। তাকে অতিরিক্ত কোনো সময় বা সুযোগ দেওয়া হয় না।

আবার আধুনিক ব্যাংকের কোনো সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকে না কারণ শুধু সুদই তাদের বিবেচ্য সমাজের কল্যাণ বা অকল্যাণ তাদের বিবেচনার বিষয় নয় বরং তাদের মূল লক্ষ হলো অধিক লাভ পাওয়া। সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে তারা বিনিয়োগ করে না। যদি ঃ দুজন লোক একই সময়ে ঋণের জন্য কোন ব্যাংকে এলো এবং একজন বললো, আমি একটি অ্যালকোহল ফ্যাক্টরির জন্য ঋণ চাই এবং এর থেকে ১০০% লাভের সম্ভাবনা আছে, আপনাদেরকে (ব্যাংককে) বেশি লাভ দেওয়া হবে, অন্যজন বললো, আমি স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য ঋণ চাই এ প্রকল্পে লাভ কম। এক্ষেত্রে ব্যাংক বেশি লাভ অর্থাৎ ১ম ব্যক্তিকে ঋণ দিবে ২য় ব্যক্তিকে দিবে না। অ্যালকোহল যে সামাজিক নানা সমস্যা সৃষ্টি করে তা বিবেচ্য বিষয় নয়, সুদ এভাবে সমাজকে সামনে অগ্রসরের পথে বাঁধা দেয় এবং সমাজকে পশ্চাদগামী করে তোলে।

সুদের অন্য একটা খারাপ দিক হলো, সুদ সমাজে অলস পুঁজি সৃষ্টি করে। মানুষ চায় নিরাপদে বিনাশ্রমে উপার্জন করতে। সুদ যেহেতু নিশ্চিত এবং এতে কোন শ্রম লাগে না তাই মানুষ অর্থ লেনদেন না করে ব্যবসা-বাণিজ্যের বিনিয়োগ না করে পুঁজিকে অলস বসিয়ে রাখে, এতে করে অলস পুঁজির সৃষ্টি হয়, যা সামাজিক কল্যাণের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

সুদের আরো একটি কুফল হলো গুটিকয়েক ব্যক্তির হাতে সম্পদের পুঞ্জিভূত হওয়া। সুদ সম্পদের অসম বণ্টনকে ত্বরান্বিত করে। আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ব্যাংকের গ্রাহকরা ব্যাংকের অংশীদার নয়। সুদ শোষণের হাতিয়ার। যার ফলে বর্তমান বিশ্বে সম্পদের একমূখী প্রবাহ বেড়েই চলছে। উদাহরণস্বরূপ, ইহুদিদের হাতে বর্তমানে সম্পদের পাহাড় গড়ে ওঠেছে। কারণ, তারা বর্তমানে বিশ্বের এসব আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকর্তা।

ইসলামী ব্যবস্থায় উৎপাদনের উপকরণ চারটি। ভূমি, শ্রম, মূলধন, সংগঠন।

আধুনিক মতবাদে প্রথম উপকরণ ভূমির প্রাপ্য হলো খাজনা বা ভাড়া। ইসলামী বিধানও ভূমির জন্য খাজনা। দ্বিতীয় উপকরণ শ্রম, শ্রমের প্রাপ্য, আধুনিক ব্যবস্থায় মজুরির কথা বলা হয়। একইভাবে ইসলামী বিধানেও শ্রমের জন্য মজুরির কথা বলা হয়।

তৃতীয় উপকরণ হলো মূলধন। আধুনিক মতবাদে মূলধনের ক্ষেত্রে সুদ দেওয়া হয়। কিন্তু ইসলামী ব্যবস্থায় মূলধনের প্রাপ্য হলো লাভ-লোকসান, বা অংশীদারিত্ব।

banglainternet.com

উৎপাদনের চতুর্থ উপকরণ হলো সংগঠন। আধুনিক মতবাদে সংগঠককে লাভ লোকসানের অংশীদারিত্ব বহন করতে হয়। ইসলামী বিধান সংগঠকের জন্য লাভ-লোকসানের অংশীদারিত্বের কথা বলে।

ইসলামী বিধান ও আধুনিক মতবাদে চারটি উপকরণের মধ্যে মূল পার্থক্য হলো, তৃতীয় উপকরণ তথা মূলধনের ক্ষেত্রে। আধুনিক মতবাদে, মূলধনের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ ধার্য রয়েছে। অন্যথায় ইসলামী বিধানে মূলধনের জন্য লাভ-লোকসান অংশীদারিত্বে এটিই আধুনিক মতবাদ এবং ইসলামী বিধানের মূল পার্থক্য।

ইসলামী বিধানে মূলধন এবং সংগঠকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কারণ টাকা পয়সা তথা মূলধন– যা ব্যাংক ঋণ দেয় তা মূলত ব্যাংকের নয়। এ মূলধনের প্রকৃত মালিক আমানতকারী। সুতরাং আমানতকারী এবং সংগঠক একই। জমা করা অর্থই ব্যাংকে আমানত করা হয়। এ মূলধন অবশ্যই সংগঠকের সাথে সম্পর্কিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাই ইসলামী বিধানে সংগঠন এবং মূলধন এর ভিত্তি হলো লাভ-লোকসান অংশীদারিত্ব।

ইসলামী ব্যাংকিং পাঁচটি মূলনীতি হলো–

১. তাওহীদ, তথা আল্লাহর উপর বিশ্বাস। আল্লাহর একত্ববাদ।

২. রিসালাত তথা মহানবী (সা)-এর নবুয়তের পদ্ধতি মতে সমাজ হতে বৈষম্য উচ্ছেদ করা।

৩. 'খিলাফা' তথা আমাদের অবশ্যই বিশ্বাস করতে এবং মানতে হবে যে আল্লাহ সর্বজ্ঞ তাঁর মতো জ্ঞানী আর কেউ নেই। অর্থাৎ আল্লাহ মহাজ্ঞানী।

৪. 'তাজকিয়াহ'।

৫. Accountiability তথা দায়িত্বশীলতা।

উপরোক্ত পাঁচটি মূলনীতি ইসলাম ব্যাংকিং এর মূলভিত্তি ঃ

ইসলামের ইতিহাসে ঘাটতি ইউনিট এবং উদ্বৃত্ত ইউনিটের সর্বোত্তম দুটি উদাহরণ রয়েছে আলোচনা করা যেতে পারে।

এখন ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতি এবং আধুনিক ব্যাংকিং পদ্ধতি বিশ্লেষণ করা যাক। প্রথমে ইসলামী ব্যাংকিং বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কেউ ব্যক্তিগত একটি চলতি হিসাব খুলতে পারে ইসলামী ব্যাংকে। এ চলতি হিসাবের নাম 'আল ওয়াদিয়া'। এ আল ওয়াদিয়া হিসাবের বৈশিষ্ট্য হলো আমানতকারী ইসলামী ব্যাংকের স্থায়ী হিসাবের এ হিসাবে টাকা জমা রাখবে। ইসলামী ব্যাংক যে টাকা আমানতকারীর কাছ থেকে নিবে, তা আমানতকারীর অনুমতি নিয়ে ব্যবহার করার সুযোগ পাবে। আপনি একজন আামানতকারী এবং আপনি ব্যাংকে অর্থ ব্যবহারের অনুমতি দিলেন এবং ব্যাংক যদি লোকসান দেয় তবে এ লোকসানের অংশ আমানতকারীর বহন করবে না। এবং যদি ব্যাংক লাভ করে তবে ব্যাংক আমানতকারীকে লাভের অংশ দিবে না। আমানতকারী টাকা জমা রাখবে শুধু তার অর্থের নিরাপত্তার জন্য, এখানে আমানতকারীর ভূমিকা লাভ-লোকসানের ব্যাপারে নিরপেক্ষ থাকবে।

সে তার অর্থের নিরাপত্তার জন্যই জমা রাখবে অর্থাৎ আমানত তার কাছে মুখ্য বিষয়। ইসলামী শরীয়াত এ বিষয়ে বৈধতা দেয় অর্থাৎ আপনি আপনার অর্থ ব্যাংকে আমানত হিসেবে জমা করতে পারেন এবং ব্যবহার করতে পারেন। একইভাবে, ইসলামী ব্যাংক আপনাকে একটি চেক এবং জমা বই দিলো। কিন্তু সাধারণত এ চেক বই দিয়ে আপনি আপনার প্রয়োজনমতো অর্থ জমা করতে পারেন। যা আপনি আধুনিক ব্যাংকে করে থাকেন। আমরা ২য় প্রকার deposit account -এর কথা বলা যায়, এটি হলো একটি saving account এ Saving account-এ আপনি একজন আমানতকারী এবং আপনার মূল লক্ষ্য হল অর্থের নিরাপত্তা। লাভ লোকসানের

banglainternet.com

ব্যাপারে আপনার কোনো মাথাব্যথা নেই। যদি ব্যাংক আপনার অর্থের সমর্থন করে কোনো লাভ করে তাহলে ঐ লাভের কিছু অংশ নিতে আপনার আপত্তি নেই। শরিয়াত সমর্থন করে আপনি আপনার ব্যবসা থেকে যা লাভ করেন তা থেকে একটি অংশ অন্যকে উপহার হিসেবে দেওয়ার অধিকার আপনার আছে। শরীআতে এ উপহারকে বলা হয় সাদকাহ। সুতরাং ইসলামী ব্যাংকে আপনার জমাকৃত অর্থ দ্বারা ইসলামী ব্যাংক লাভ করলে তা হতে আপনাকে একটি অংশ দিতে পারে। কিন্তু আপনি কোনো ভাবেই নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ দাবি করতে পারেল না। এটা ইসলাম অনুমোদন করে না। ব্যাংক আপনাকে যে অংশ দিলো তা গ্রহণ কিংবা ফেরৎ এবং আপনার অধিকার আছে এ অর্থ ফেরত দেওয়ার। এটা ইসলামী শরীআতে বৈধ।

সুতরাং এ account, চলতি হিসাব এবং Saving account এ আমানতকারী প্রধানত তার অর্থের নিরাপত্তার বিষয়ে আগ্রহী থাকে, তারা লাভের ব্যাপারে নয়।

আরো অন্য হিসাব আছে। যেমন Investment account যা আধুনিক ব্যাংকের Fixed deposit acoount-এর সাথে তুলনা করা যায়। ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিতে আরো বেশ কিছু হিসাব রয়েছে। তা হলো মুরাবাহ-এর অর্থ হলো লাভ-লোকসান অংশীদারিত্ব অর্থাৎ একজন আমানতকারী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য জমা দেয়। এ নির্দিষ্ট মেয়াদ হতে পারে ৩ মাস বা ৩ মাসের গুণিতক। যেমন ৩ মাস, ৬ মাস, ৯ মাস, ১২ মাস ইত্যাদি। একথা মালয়েশিয়া ইসলামী ব্যাংকের ওপর ভিত্তি করে বলা হলো। এটিই হলো বর্তমান বিশ্বের প্রচলিত সবচেয়ে সেরা ইসলামী ব্যাংক। শুধু তাই নয় মালয়েশিয়ান ব্যাংকিংয়ের ক্ষেত্রেও এটি সেরা।

বিশ্বের অন্য কোনো ইসলামী ব্যাংক কোন্ দিক দিয়েই মালয়েশিয়ার ইসলামী ব্যাংক থেকে উত্তম নয়। অন্যান্য দেশের ইসলামী ব্যাংকগুলো আংশিক ইসলামী ব্যাংকিং এবং আংশিক আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণ করে। তথ্যমতে মালয়েশিয়া একমাত্র দেশ যেখানে ইসলামী ব্যাংকিংয়ে ১০০ ভাগ শরীয়া পদ্ধতি অনুসরণ করে। ইসলামী ব্যাংকিংয়ের এই ধারণাগুলো মালয়েশিয়ান ইসলামী ব্যাংকিং-এর ওপর ভিত্তি করে।

এ Investment account যাকে বলা হয় 'মুদারাবাহ্'।

আপনি নির্দিষ্ট মেয়াদে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ রাখলেন, ৩ মাস, ৬ মাস, ৯ মাস অথবা ১২ মাস হতে পারে অথবা ৩ মাসের যে কোনো গুণিতক, কোনো কোনো ব্যাংক ৪ মাসের গুণিতক হিসাব করে। এ অর্থ ব্যাংক ব্যবসায়ীর মাধ্যমে ব্যবহার করে। সুতরাং এ একাউন্টে যে অর্থ জমা রাখে অর্থাৎ Depositor কে বলা হয় 'সাহেবে মাল' এবং ব্যাংকে 'সাহেবে আমল' বলা হয়। আপনি হলেন উদ্বৃত্ত ইউনিট। Depositor হলেন Surplus unit এবং (I.B) ব্যাংক হলো deficite unit। ইসলামী ব্যাংক নির্দিষ্ট মেয়াদে যে পরিমাণ লাভ করবে তা ইসলামী ব্যাংক এবং Depositor এর মধ্যে পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে বন্টন হবে। মালয়েশিয়ার ইসলামী ব্যাংকে এ অনুপাত হলো ৭ ঃ ৩। অর্থাৎ ৭০% লভ্যাংশ Depositor পায় এবং ৩০% লভ্যাংশ ব্যাংক পাবে।

banglainternet.com

যেমন, ধরুন কেউ মালয়েশিয়ার ইসলামী ব্যাংকে এক বছরের জন্য ১,০০০ টাকা আমানত রাখল এবং ব্যাংক ১০০ টাকা লাভ করলো, সুতরাং ব্যাংক তাকে ৭০ টাকা দিবে এবং ব্যাংক লাভের বাকী ৩০ টাকা রাখবে। কিন্তু আমানতকারী মূলধন ফেরত পাবেন। আর যদি ব্যাংক ৩০০ টাকা লাভ করে তখন ব্যাংক ৩০% লভ্যাংশ তথা ৯০ টাকা এবং আমানতকারী ৭০% লভ্যাংশ অর্থাৎ ২১০ টাকা পাবে। সুতরাং লাভ যত বেশি হবে

আমানতকারীর লাভের পরিমাণ তত বেশি হবে এবং ব্যাংকের লাভও তত বেশি হবে। একইভাবে লাভের পরিমাণ যত কম হবে আমানতকারী এবং ব্যাংকের লভ্যাংশ তত কম হবে।

এ হলো লাভের বণ্টন এবং যদি লাভ না হয় তাহলে ব্যাংক এবং আমানতকারী উভয়ই কোনো লাভ পাবে না। কিন্তু, যদি ব্যাংক লোকসান দেয় তাহলে মুদারাবা পদ্ধতিতে এ লোকসান বহন করবে শুধু Depositor।

এ ব্যবসার লোকসান কেবল Depositor বহন করবে। যেমন কেউ, ১,০০০ টাকা বিনিয়োগ করল ১ বছর মেয়াদি এবং এতে ১০০ টাকা লোকসান হলো তাহলে আমানতকারীর উপরই ১০০ টাকা লোকসান আসবে এবং সেজন্য সে মূলধন তখন ৯০০ টাকা ফেরত পাবেন। এ ১০০ টাকা লোকসান হিসেবে কাটা হবে। অর্থাৎ এ লোকসান কেবল আমানতকারীরই। কিন্তু বাস্তবে ইসলামী ব্যাংকেরও লোকসান হলো। কারণ সাধারণভাবে তাদের অফিস স্টাফদের বেতন দেওয়া এবং তাদের পরিচালনা ব্যয় আছে কিন্তু এগুলো ধরা হয় না। কিন্তু বাস্তবিকভাবে এ ব্যাংক Cost free চলে না।

সুতরাং ব্যাংক নিজেও এ লোকসানের অংশীদার হয়। যদিও তা আমানতকারীর সাথে তুলনামূলকভাবে কম। এটাই হলো পদ্ধতি। মনে করুন, একজন ব্যবসায়ী সে ইসলামী ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে চায়। সে ইসলামী ব্যাংকে গেল এবং বললো, আমার প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ চাই। তার জন্য প্রথম পদ্ধতি হলো মুদারাবা পদ্ধতি। তা হলো, ঐ ব্যবসায়ী ইসলামী ব্যাংকে যাবে এবং বলবে, আমার ৬ মাসের একটি প্রকল্প আছে এবং এর জন্য আমার ৫ লাখ টাকা প্রয়োজন। ৬ মাস পর এ প্রকল্প থেকে ১ লাখ টাকা লাভ হবে। যেহেতু এ প্রকল্প থেকে ৬ মাস পর ১ লাখ টাকা লাভ হবে। সেহেতু ইসলামী ব্যাংক কি ব্যবসায়ীকে ১ লাখ টাকা ৬ মাসের জন্য দিবে? কিন্তু বাস্তবে ইসলামী ব্যাংক যা করবে তা হলো, তারা প্রথমে ব্যবসাটা কী বিশ্বাসযোগ্য কিনা, লাভজনক কিনা তা বিশ্লেষণ করে দেখবে। তাদের বিশ্লেষণ ইতিবাচক হলে ইসলামী ব্যাংক এবং ব্যবসায়ী আলোচনায় বসে লাভের অংশীদারিত্বের অনুপাত চূড়ান্ত করবে। অর্থাৎ তারা তাদের ব্যাংক এবং ব্যবসায়ীর লাভের অনুপাত কী হবে তা চূড়ান্ত করবে। এখানে, ইসলামী ব্যাংক বললো, আপনার প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত লাভের ৩ ভাগ পাবে ইসলামী ব্যাংক এবং ২ ভাগ পাবেন আপনি অর্থাৎ উদ্যোক্তার প্রাপ্ত লাভের ৬০ ভাগ পাবে ইসলামী ব্যাংক এবং বাকী ৪০ ভাগ পাবে উদ্যোক্তা। লাভের অনুপাত আলোচনার মাধ্যমে নির্ধারণ করতে পারে।

আধুনিক ব্যাংকিং এ সুদের হারের ক্ষেত্রে দরকষাকষি হয়। কিন্তু ইসলামী ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে লাভের অনুপাতের ক্ষেত্রে দরকষাকষি হয়। সুতরাং ব্যবসায়ী তখন বললো যে, আমার ৬ মাস মেয়াদী ব্যবসার জন্য ৫০ হাজার টাকা প্রয়োজন। এ ৫০ হাজার টাকা তার ব্যবসার কাজে ব্যবহৃত হলো এর সাথে তার বেতনও যোগ হবে। যদি সে নিজে কাজ না করে। যদি অন্য কোন লোক নিয়োগ দেয় তবে তার বেতন যোগ হবে না। কিন্তু সে যদি কাজ করে, এবং অন্য কেউ কাজ করলে যদি ২,০০০ টাকা পায় তবে সে ২,০০০ টাকা মাস প্রতি পাবে এবং তা ঐ ৫০ হাজার টাকা থেকে। ৬ মাসের জন্য সে ১২ হাজার (৬ × ২,০০০) টাকা পাবে এবং এ ১২ হাজার হিসাবে ধরা হবে এবং বাকী ৩৮ হাজার টাকা ব্যবসার মাল ক্রয় করতে এবং আনুষঙ্গিক ব্যয় হিসাবে ধরা হবে। বেতন হল ধরা (৫০ হাজার টাকা হতে) তবুও সে (উদ্যোক্তা) ৫০ হাজার টাকা লাভ করবে। সে ফেরত পাবে ১ লাখ টাকা। কিন্তু সাধারণভাবে সে মূলধনের ৫০ হাজার টাকা ব্যাংককে ফেরত দিবে। এবং বাকী ৫০ হাজার টাকা লাভের অংশ পূর্ব নির্ধারিত অনুপাত হিসেবে বণ্টন হবে। ইসলামী ব্যাংক নিবে ৬০ ভাগ, ৩০ হাজার

banglainternet.com

টাকা এবং ব্যবসায়ী নিবে ৪০ ভাগ, ২০ হাজার টাকা। ৬ মাস শেষে ব্যবসায়ী পাবে ২০ হাজার লাভ এবং ১২ হাজার টাকা তার পরিশ্রমিক হিসেবে যদি লাভ হয়।

যদি ব্যবসায়ী ৪০ হাজার টাকা লাভ পায় তবে সে ব্যাংককে ৬০ ভাগ, ২৪ হাজার টাকা দিবে ৬০ ভাগ, ৩৬ হাজার টাকা এবং ব্যবসায়ী রাখবে ৪০ ভাগ, ২৪ হাজার টাকা, লাভের পরিমাণ যত বাড়বে ব্যাংক এবং ব্যবসায়ীর অংশ ও তত বাড়বে। এবং লাভের পরিমাণ যত কম হবে তাদের লাভের অংশও তত কম হবে। কিন্তু যদি ব্যবসায়ী লোকসান দেয় তাহলে, সবটুকু লোকসান ইসলামী ব্যাংক বহন করবে এবং প্রকৃতপক্ষে ব্যাংক এ লোকসান আমানতকারীদের ওপর চাপাবে। কিন্তু মুদারাবা পদ্ধতির মৌলিক পার্থক্য হলো, ব্যাংকের কোনো সেবিকার নেই যে, অধিকার নাই যে উদ্যোক্তার ব্যবসা পরিচালনায় Interfere করে। ব্যাংক প্রতি সপ্তাহে, প্রতি মাসের জবাবদিহিতা নিতে পারে এতে কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু ব্যবসা কীভাবে চলবে সে ব্যাপারে ব্যাংক Interfere করতে পারবে না তো ব্যবসায়ীর সিদ্ধান্ত। যেমন, যদি ব্যবসায়ী ১০ তলা একটি দালান বানাতে চায় এখানে ব্যাংক তাকে বলতে পারবে না যে, আরো ২ তলা বেশি বানাও, এবং ব্যাংক এটাও বলতে পারবে না যে, তুমি যদি B গ্রেডের সিমেন্টের পরিবর্তে A গ্রেড সিমেন্ট দাও তবে কোনো লাভ হবে না। অর্থাৎ মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যাংক ব্যবসায়ী ব্যবসার ব্যাবস্থাপনার বিষয়ে কোনোই Interfere করতে পারে না।

দ্বিতীয় প্রকার পদ্ধতি হলো, 'মুসারাকা' পদ্ধতি। একে অংশীদারী কারবার বলা হয়। এ পদ্ধতিতে ব্যাংক ব্যবসার ব্যবস্থাপনাও Inlerfere করার অধিকার থাকে। এখানে ব্যাংক দিকনির্দেশনা দিতে পারে এবং বলতে পারে যে, এটি একটি নির্দিষ্ট ধারায় তৈরি হোক, ১০ তলা বিল্ডিংকে ১২ তলা বিল্ডিংয়ে রূপান্তর করা হবে। মুসারাকা পদ্ধতির ব্যবসা হলো মূলধনের একটি অংশ এবং এ মূলধন ব্যাংক থেকে নেয়া হয়। এ মূলধন বিনিয়োগ হার হিসেবে গ্রহণ করা হয়। যেমন ধরুন, উভয় ৫০%। কিন্তু যে ব্যবসা থেকে যে লাভ আসবে তা পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে উভয়ের মধ্যে বণ্টন হবে। এটা হতে পারে, লাভের ৫০% যাবে ব্যাংকে এবং বাকী ৫০% পাবে ব্যবসায়ী। এবং যদি লোকসান তাহলে লোকসানও উভয়ের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন হবে, মুদারাবা পদ্ধতিতে লোকসানের পুরোটাই ব্যাংক বহন করে কিন্তু মুসারাকা পদ্ধতিতে লোকসানের অংশ পূর্ব নির্ধারিত হার। অনুপাত অনুযায়ী উভয়ই বহন করে, এক্ষেত্রে লোকসানের অনুপাত বণ্টন লাভের অনুপাত বণ্টন থেকে পৃথক। কিন্তু লাভের অনুপাত ব্যাংকের জন্য ৬০% এবং ব্যবসায়ীর জন্য ৪০% হলে। লোকসানের ক্ষেত্রে লাভের বেশি অংশ বহন করে। ধরুন, ব্যাংক লোকসান দিলো তাহলে ব্যাংক লোকসানের ৬০% বহন করবে এবং ব্যবসায়ী ৪০% বহন করবে, এটা হলো মুসারাকা পদ্ধতি।

তৃতীয় পদ্ধতি হলো, মুরাবাহা পদ্ধতি। যদি আপনি নির্দিষ্ট কোনো যন্ত্রপাতি ক্রয় করতে চান ব্যাংক থেকে। এ যন্ত্রপাতির দাম ১ লাখ টাকা। আধুনিক ব্যাংক হলো আপনাকে এতে একটি এলসি অথবা TR Cost recipt খুলতে হবে। আপনি ব্যাংকে ১ লাখ টাকা অর্থ জমা রাখবেন এবং ব্যাংক এটি ক্রয় করবেন। এ লেনদেনের ক্ষেত্রে যে সময় লাগবে তার জন্য ব্যাংক আপনার কাছ থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ নিবে।

banglainternet.com

প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন ঃ জাকির ভাই, আপনি কোরআন-হাদিস দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, সুদ নেওয়া হারাম। সুদ দেওয়াও কি হারাম?

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি একমত যে, সুদ গ্রহণ হারাম। আপনার প্রশ্ন হলো সুদ দেওয়াও হারাম কিনা সুদও ও জুয়া সম্পর্কে সূরা মায়েদার ৯০ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে –

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, মূর্তি ও শুভ-অশুভ নির্ধারণের তীর অপবিত্র শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা এগুলো হতে দূরে থাক যাতে তোমরা সফল হতে পারো।"

যেহেতু কুরআন মাদক নিষিদ্ধ করেছে ঠিক আছে, আমি যদি বলি, মাদক গ্রহণ তো হারাম, তাহলে মাদক বিক্রি হারাম না হালাল। সাধারণত যেহেতু মাদক কুরআন নিষিদ্ধ করেছে, তাই মাদক বিষয়ক সকল কিছুই হারাম। এ বিষয়ে হাদিসে এসেছে। হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ১০ প্রকার মানুষকে আল্লাহর অভিশাপ করেছেন। এ দশ প্রকার মানুষ অভিশপ্ত। তাদের মধ্যে সুদের সাথে লেন-দেনকারীর উল্লেখ রয়েছে।

সুদ হারাম। কুরআন বিভিন্ন স্থানে সুদ দেয়া, সুদ নেওয়া, নিষেধ করেছে। সুদ গ্রহণও নিষেধ আবার প্রদানও নিষেধ। আপনি হয়তো লক্ষ করেছেন আমি আগেই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত তিলাওয়াত করেছি, যেমন সূরা বাকারার ২৭৫ নং আয়াতে এখানে বলা হয়েছে–

"কিন্তু যারা সুদ নেয় তাদের অবস্থা হয় সেই ব্যক্তির মতো, যাকে শয়তান তার স্পর্শ দিয়ে পাগল ও সুস্থ জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। তাদের এরূপ অবস্থা এজন্য যে, তারা বলে ব্যবসা তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সুদকে হারাম করেছেন। কাজেই যার কাছে তার খোদার পক্ষ থেকে এ নির্দেশ পৌছবে এবং ভবিষ্যতে সুদ হতে দূরে থাকবে সে পূর্বে যা কিছু খেয়েছে তা তো খেয়েছেই, সে ব্যাপার সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর উপর ন্যস্ত। আর যারা এ নির্দেশ পাওয়ার পরও এর পুনরাবৃত্তি করবে, তারা অবশ্যই জাহান্নামী সেখানে তারা চিরকাল অবস্থান করবে।"

আল্লাহর ব্যবসাকে হালাল করেছেন কিন্তু সুদকে হারাম করেছেন। এখানে সুদ দেওয়া বা নেওয়া উল্লেখ করে নি। সুদের সর্বপ্রকার লেনদেন নিষিদ্ধ, সুদের সম্পৃক্ততা হারাম হোক তা দেয়া, নেয়া বা মধ্যস্ততা। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন, 'সুদ গ্রহীতা সুদদাতা, সুদের লেখক এবং সাক্ষী সবাই অভিশপ্ত। তারা সবাই এক।' আরেকটি হাদীস মুসলিম শরীফে জাবের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন, 'সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের লেখক ও সাক্ষী তাদের সবাইকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন, সবাই এর সমান।' আপনি নিশ্চয়ই আপনার উত্তর পেয়েছেন।

banglainternet.com

প্রশ্ন ঃ ডা. জাকির আপনি যে সময় উল্লেখ করেছেন সে ব্যাপারে আমি আপনার কাছে জানতে চাই। ধরুন, ২ বছর সময়ের জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করা হলো এবং উদ্যোক্তা এ সময়ের মধ্যে কোনো লাভ করতে পারলনা এমন কি কোনো লোকসানও দিলো না এবং সময় নিলো। সুতরাং ব্যাংক কি এ অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য হবে না কি?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ধরুন, এ ব্যাংক হলো ইসলামী ব্যাংক। এ ইসলামী ব্যাংক একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ২ বছরের বিনিয়োগ করলো এবং ব্যবসায়ী কোনো লাভ করলনা আবার লোকসানও দিলো না। তাহলে এক্ষেত্রে ব্যাংক বিনিয়োগের অর্থ ফেরত নিবে কি নিবে না তা শর্তের উপর নির্ভর করে যদি শর্ত থাকে যে ২ বছরের জন্য অর্থ নেওয়া হবে ব্যাংক থেকে তাহলে ইসলামী ব্যাংকে অধিকার আছে যে, এ অর্থ ফেরত কিন্তু যদি ব্যাংক মনে করে ব্যবসায়ীকে আরো ৬ মাস সময় দিলে ব্যবসায়ী হয়তো লাভ করতে পারবে তাহলে ব্যাংক সময় ৬ মাস ১ বছর বাড়াতে পারে তবে তা নির্ভর করে ব্যবসা কতটুকু লাভজনক। এটা সম্পূর্ণ ব্যাংকের সিদ্ধান্তের ব্যাপার। আর লোকসান বহনের মৌলিক পার্থক্য হলো, ব্যবসা যদি মুদারাবা সিস্টেমে হয় তাহলে ব্যবসায়ী সরাসরি লোকসান বহন করবে না, ব্যাংক লোকসান বহন করবে।

প্রশ্ন ঃ আমার প্রশ্ন হাউজিং লোন সম্পর্কিত। অনুগ্রহ করে আপনি জানাবেন কি ইসলামী বিধানে ইসলামী ব্যাংকিং পদ্ধতিতে এ লোন কীভাবে হতে পারে– যা জনগণের বাসস্থান নির্মাণে সহায়ক?

ডা. জাকির নায়েক ঃ ধরুন, কেউ একটি বাড়ি কিনতে চায় এবং এজন্য ঋণ নিতে চায়। একটি আধুনিক ব্যাংকের আমানত গ্রহণ, ঋণদান এ হাউজিং এর ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকের তুলনা কী হবে। আধুনিক ব্যাংকের আসল পার্থক্য হলো, যদি কেউ একটি বাড়ি কেনার জন্য হাউজিং লোন চায়, তবে সাধারনত এর জন্য নিজস্ব একটা হারে অর্থ অবশ্যই থাকতে হবে। ব্যাংক হারে যাহোক যা আপনাকে অবশ্যই দিতে হবে তা হতে পারে ২৫% অথবা ৩০% অথবা ৫০%। এ পরিমাণ অর্থ আপনি দেওয়ার পর বাকি ৭৫% বা ৭০% বা ৪০% পরিমাণ অর্থ ব্যাংক দিবে। মনে করুন, এ বাড়ির দাম ৪ লাখ টাকা। প্রথমত আপনি দিলেন ১ লাখ টাকা এবং বাকী ৩ লাখ টাকা দিবে ব্যাংক এবং ব্যাংক আপনাকে বললো আপনি এ অর্থ পরিশোধ করার জন্য ৩ বছর সময় পাবেন। যে ৩ লাখ টাকা ঋণ আধুনিক ব্যাংক থেকে নেওয়া হলো তাতে ৩ বছরের সুদের হার ধরা হলো তা হলে কতটুকু পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করতে হবে তা হতে পারে ৪০ হাজার টাকা অথবা ৫০ হাজার টাকা। আপনার প্রাথমিক লাভের (৩ লাখ) যোগ হবে সুদ। সুতরাং ৫০ হাজার হলো সুদ। এ ৩ লাখ ৫০ হাজার টাকা ৩ বছরের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। মাসিক প্রায় ১০ হাজার টাকা দিতে হবে। এটা হলো মাসিক কিস্তি। তাহলে আপনাকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ দিতে হচ্ছে। এটা হলো আধুনিক ব্যাংকের পদ্ধতি। আধুনিক ব্যাংকের পদ্ধতি হলো সুদভিত্তিক। আপনি যে কিস্তি দিলেন তা আপনাকে দেওয়া লোনের সাথে সুদ যোগ হয়ে পরিশোধ হলো। কিন্তু এটা হলো সুদ এটা ইসলামে হারাম।

banglainternet.com

ইসলামী ব্যাংকের পদ্ধতিতে অনেক পার্থক্য আছে। আপনি ইসলামী ব্যাংক থেকে লোন নেয়ার বিভিন্ন ব্যাংকের বিভিন্ন প্রকল্প আছে। মনে করুন, আপনি ৪ লাখ টাকার একটি ফ্লাটের ২৫% দিলেন। আপনি ১ লাখ টাকা দিলেন ব্যাংক দিবে ৩ লাখ টাকা। এখন ইসলামী ব্যাংক হিসেব করবে এ ফ্লাটের গড়মাসিক ভাড়া কত হবে। যেমন মাসিক প্রায় ১৫ হাজার টাকা। যেহেতু আপনি প্রথমেই ১ লাখ বা ২৫% নিজে দিয়েছেন এবং বাকি

৭৫% ব্যাংক দিয়েছে, সুতরাং ২৫% ভাগ হিসেবে ভাগ হবে। তাহলে মাসিক ভাড়া কত দাঁড়াবে? যেহেতু ইসলামী ব্যাংক ৭৫% বিনিয়োগ করেছে এবং ২৫% আপনি বিনিয়োগ করেছেন।

সুতরাং আপনি ভাড়া হিসেব করবেন এবং ৩ বছর শেষে অবস্থা দাঁড়াবে এমন যে, ইসলামী ব্যাংক বললো সে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ নিবে। তা হতে পারে ৩০ হাজার। সুতরাং টাকা ৩ লাখের সাথে যোগ হবে। ৩,৩ লাখ টাকা ৩৬ মাস দ্বারা ভাগ করলে যা হবে তা মাসিক কিস্তি বা ভাড়া হবে। এখানে এটাকে সুদ হিসেবে ধরা হচ্ছে না বরং তা লাভের ওপর লাভ হিসেবে গণনা করা হচ্ছে। আপনি প্রতি মাসে ঐ বাড়ির জন্য ভাড়া দিচ্ছেন এটা হলো লোন নেওয়ার একটি পদ্ধতি। মনে করুন, আপনি আলামিন ব্যাংকে গেলেন, তাদের একটা আবাসান প্রকল্প আছে। যেখানে ব্যাংক আপনাকে এখন থেকেই সঞ্চয়ের প্রতি উৎসাহিত করলো। আপনি প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা জমা করলেন। এ জমা পরবর্তীতে আসিয়ান স্কিমে পরিবর্তিত হলো। এ বিনিয়োগ মুদারাবা পদ্ধতিতে যোগ হলো। আপনি এখান থেকে লাভ পেলে ৩ বছর পর প্রতি মাসে ৩,০০০ টাকা জমার টাকা দাঁড়াবে ৩,০০০ × ৩৬ = ১,০৮, ০০০ টাকা। এবং ১ লাখ ৮ হাজার টাকার সাথে লাভ যোগ হয়ে এ পরিমাণ হতে পারে মোট ১ লাখ ৫০ হাজার বাকি যা থাকবে তা আপনাকে দিবে আলামিন ব্যাংক। এ টাকা ভাড়ার ওপর ভিত্তি করে দেওয়া হবে, এটা সুদ নয়। এটা লাভ। সুতরাং যাই কিছু সুদ ভিত্তিক তা হারাম বরং যা লাভ লোকসানের ভিত্তিতে হয় তা হালাল, বৈধ।

প্রশ্ন ঃ মনে করুন, আমার নিকট সুদ থেকে পাওয়া অর্থ আছে। কেউ কেউ বলেন, আমি এ অর্থ দিয়ে টয়লেট, বাথরুম তৈরি করতে পারি, এটা কি ঠিক?

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনার প্রশ্ন হলো যে, আপনার কাছে সুদ থেকে প্রাপ্ত অর্থ আছে, এবং কেউ কেউ বলে যে, এ অর্থ দিয়ে টয়লেট, বাথরুম বানানো যাবে, আসলেই এটা করা যাবে কিনা?

প্রথমত আপনি একজন মুসলিম, এবং একজন মুসলিম হিসেবে কোনো ক্রমেই সুদের সাথে জড়িত হতে পারেন না। সুতরাং আপনি যদি সুদের সাথে সম্পৃক্ত না হন, তাহলে তো কেউ এ প্রশ্ন তুলবের না। মনে করুন, আপনি কোনো সুদভিত্তিক কোনো Institute বা ব্যাংককে টাকা জমা রাখলেন না। তাহলে আপনি যদি সুদি প্রতিষ্ঠানে অর্থ জমা না রাখেন তাহলে তো তারা আপনাকে সুদ দিবেই না। তাহলে তো এ প্রশ্ন উঠবেই না। ধরুন, আপনি আজই জানলেন যে, সুদ হারাম এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে আপনি এখন থেকে সুদ নিবেন না। যদি কোনো মানুষকে তওবা করতে হয় তাহলে তাকে তিনটি কাজ করতে হয়। প্রথমত তাকে বুঝতে হবে যে, এটি করা হারাম, এটা নিষেধ, দ্বিতীয়ত তাকে তৎক্ষণাৎ তা করা থেকে বিরত হতে হবে এবং তৃতীয়ত তাকে ভবিষ্যতে সে কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

তখন আপনি যদি মনে করেন যে, আপনার নিকট যদি কোনো সুদী অর্থ জমা থাকে তাহলে আপনাকে বলা হবে, আপনি এগুলো আল্লাহর পথে ব্যয় করেন। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে, কোনো সুদভিত্তিক ব্যাংকে আপনার Fixed deposite আছে এবং এ ব্যাংক থেকে প্রতি বছর নিয়মিত যে সুদ পান তা দিয়ে আপনি টয়লেট তৈরি করতে চান। কেউ কেউ যদি বলে থাকে আপনি এগুলো তৈরিতে ব্যয় করতে পারেন কিন্তু তারা এমন ফতোয়া কোথায় পেল তা আমি জানি না। আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। ধরুন, কেউ মাদকের ব্যবসা করে। তা কোকেনের বা হেরোইনের ব্যবসা হতে পারে। সে বললো,, আমি মাদকের ব্যবসাতে ১ লাখ টাকা বিনিয়োগ

banglainternet.com

করেছি এবং আমার এ টাকা থেকে প্রতিমাসে ১ লাখ টাকা লাভ পাই। যেহেতু মাদক হারাম, সেহেতু এ ব্যবসায়ের ১ লাখ টাকার এক পয়সাও নিব না, আমি এ টাকা গরিব লোকদের মাঝে বিলি করে দেব। আপনি কি মনে করেন ইসলামে বৈধ? সাধারণ ভাবে এটা ইসলামে বৈধ না। মাদক এটা ইসলামে হারাম তাই মাদকের ব্যবসাও ইসলামে হারাম, আপনি বলতে পারেন ক্ষতিপূরণ হিসেবে আমি মাদক ব্যবসা হতে প্রাপ্ত অর্থ ভালো কাজে ব্যয় করবো। এটা বৈধ নয়। একইভাবে আপনার অর্থ যদি কোনো সুদী ব্যাংকে Fixed deposite করেন এবং তা হতে প্রাপ্ত সুদ দিয়ে আপনি গ্রামে বাথরুম, টয়লেট তৈরি করে দেন।

আপনি কি মনে করেন এটা বৈধ। যে হয়তো বলে মাদকের ব্যবসা এবং সে কোটি কোটি টাকা মূল্যের হাজার হাজার জীবন ধ্বংস করে টাকা আয় করলো। এক্ষেত্রে ১ লাখ টাকা অতি তুচ্ছ। আপনি ১ লাখ টাকা দিয়ে বাথরুম তৈরি করে দিয়ে সামান্য ক্ষতি পূরণ করার কথা সুদ হারাম। সুতরাং আপনি সুদী ব্যাংকে অর্থ না রাখলেই পারেন। তবেই সুদী অর্থ ব্যয় করার প্রশ্নই ওঠে না। আপনাকে আজই শপথ নিতে হবে যে, সুদ হারাম এবং আপনার যে কোনো ধরনের আয় হবে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করবেন। আল্লাহ নিশ্চয়ই তা কবুল করবেন।

প্রশ্ন ঃ আমরা কোন্ ধরনের ব্যাংকে লেনদেন করবো? এবং চাকরি করবো?

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি কি একজন মুসলমান? আধুনিক ব্যাংকের কথা বলছেন না ইসলামী ব্যাংকের কথা বলছেন? ধরলাম, আপনি আধুনিক ব্যাংকের কথা বলেছেন। আমি আগেই বলেছি সুদের সাথে জড়িত সবই নিষিদ্ধ। আপনি সুদ দেন, সুদ গ্রহণ করেন, অথবা সুদের লেখক হন বা সাক্ষী হন না কেন, আমি সহীহ্ মুসলিম শরীফ থেকে উল্লেখ করতে পারি।

খণ্ড ৩, অধ্যায় ৬২৮, হাদিস নং ৩৮৮১। জাবের (রা) হতে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেন, "সুদ গ্রহীতা সুদদাতা, সুদের লেখক এবং সুদের সাক্ষী সবাই সমান অপরাধী।"

সুতরাং ব্যাংকে রেকর্ড রাখা হলো সাক্ষী হওয়া। তাহলে সহীহ্ মুসলিম থেকে বলা যায় আধুনিক ব্যাংককে লেনদেন করা, চাকুরি করা হারাম। এখন আপনি আমাকে বলতে পারেন, 'আমি বর্তমানে আধুনিক ব্যাংককে চাকরিরত। আমি এখন কি করবো? আমি কি এ ব্যাংক ছেড়ে দেব?' হ্যাঁ, যদি আপনার ব্যাংক ছাড়ার সুযোগ থাকে তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তা করুন। আপনার কি করা উচিৎ? আপনার এখন অন্য কোনো বিকল্প খোঁজ করার চেষ্টা করতে হবে। আপনি এখন যে কাজ করছেন তা ছেড়ে অন্য কোনো কাজ করা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক যে, এখন এমন অনেক লোক আছে যারা বলবে যে, আমি তো আধুনিক ব্যাংক ছাড়তে চাই কিন্তু আমার তো সে সুযোগ নেই। কারণ, এ ব্যাংক হতে ৪০ হাজার টাকা বেতন পাই। কিন্তু তার অন্য কোথাও থেকে ৩০ হাজার টাকা পাব। তারা অন্য পেশা গ্রহণ করতে পারে।

অন্য কোনো কোথাও চাকরি করলে তা আধুনিক ব্যাংকের সমতুল্য বেতনের চাকরি পাবে না, অর্থ্যাৎ বলা হচ্ছে, তাদের অন্য কোনো সুযোগ নেই, বিকল্প নেই। অবশ্যই তাদের সুযোগ আছে বরং তারা ভয় পাচ্ছে। তারা এ বেতন অন্য কোথাও পেতে পারে। যদি তা নাও পায় তাহলে তারা ৩০ হাজার টাকার চাকরি করবে। আসলে তারা আরো অল্প সময়ে বেশি অর্থ চায় এবং তারা আল্লাহ ও তার রাসূলের সাথে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছে। সুতরাং আপনি যদি আধুনিক ব্যাংকে চাকরি করে থাকেন,, তাহলে আমি আপনাকে বলব, যত তাড়াতাড়ি পারেন এ ব্যাংক ছেড়ে

banglainternet.com

এবং অন্য চাকরি করেন। যদিও তা কম বেতনের হোক। ইনশাল্লাহ হয়তো আপনি পরবর্তীতে বেশি বেতন পাবেন। আর আপনি যদি বেশি বেতন নাও পান তাহলে আল্লাহ আপনাকে অবশ্যই পরকালে এর পুরস্কার দিবেন। প্রতিদান হিসেবে কমপক্ষে ৭০০ গুণ বেশি পেয়ে যাবেন, যদি আপনি আল্লাহকে ভয় করেন। কিন্তু আপনি যদি বলেন, আমি এখন আধুনিক ব্যাংকে চাকরি করছি এ উদ্দেশ্যে যে, আমি এখন আধুনিক অর্থ ব্যবস্থা বুঝার চেষ্টা করছি যাতে আগামী চার বছর পর যে ইসলামী ব্যাংক চালু করতে যাচ্ছি তা যেন যে কোন ব্যাংকের চেয়ে ভালোভাবে পরিচালনা করতে পারি।

আশা করা যায়, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন। কারণ, আপনার মূল লক্ষ্য হলো, ইসলামী ব্যাংকিং সিস্টেম আরো ভালোভাবে পরিচালনার জন্য আধুনিক ব্যাংকিং শেখা। একইভাবে আপনি যদি কলসপে কাজ করেন তা অবশ্যই হারাম হবে। কিন্তু আপনি যদি বলেন যে, আমি এখানে ২-৩ মাসের জন্য চাকরি করবো এ লক্ষে যে, এটাকে বন্ধ করে মেডিকেল সেন্টারে পরিবর্তিত করব। তাহলে অবশ্যই, আল্লাহ আপনাকে সহযোগিতা করবেন। সুতরাং আপনি আধুনিক ব্যাংককে চাকরি করতে পারেন যেন এ ব্যাংককে ইসলামী ব্যাংকে পরিবর্তন করতে পারেন। কিন্তু আপনি যদি শুধু বেশি বেতনের আধুনিক ব্যাংকে চাকরি করেন তাহলে আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করবেন না।

প্রশ্ন ঃ আমার মতে, Current Account সুদের সাথে জড়িত না। সুতরাং এক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাখ্যা কী?

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি প্রশ্ন করেছেন, আধুনিক ব্যাংকের Current Account এবং ইসলামী ব্যাংকে Current Account-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে কিনা?

হ্যাঁ, Current Account-এ আপনি অর্থ রাখতে পারেন কিন্তু Account আপনাকে কোনো লাভ দেয় না। আপনি কেবল আপনার অর্থের নিরাপত্তার জন্য Current Account ব্যবহার করেন। হ্যাঁ, আধুনিক ব্যাংক যেহেতু Current Account এ সুদ লেনদেন করে না তাই আধুনিক ব্যাংকের Current একাউন্টে অর্থ রাখা সরাসরি নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু যৌক্তিক কিছু কারণ আছে যে, কারণ আধুনিক ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্টের চেয়ে ইসলামী ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্ট অধিক লাভজনক।

প্রথমত যদিও ইসলামী ব্যাংকের এবং আধুনিক ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্ট কোনো লাভ দেয় না এবং এগুলো সুদের সাথে জড়িত নয় বা সুদ লেনদেন করে না তবুও আধুনিক ব্যাংকের Current Account-এ রাখা আপনার অর্থ এমন কিছু কাজে ব্যবহৃত হতে পারে যেগুলো আসলেই সমাজের জন্য ক্ষতিকর। যেমন, এ অর্থ দিয়ে জুয়ার ব্যবসা হতে পারে কিংবা মাদক কারখানা করল সুতরাং স্বল্প মেয়াদি আপনি অর্থ জমা রেখে সমাজকে আরো পিছিয়ে দেওয়ার কাজে সাহায্য করছেন। কিন্তু আপনি যদি আপনার অর্থ ইসলামী ব্যাংকের Current একাউন্টে রাখেন তবে ইসলামী ব্যাংক এমন কোন কাজ করবে না যা সমাজের জন্য ক্ষতিকর। ইসলামী ব্যাংকের সব ধরনের বিনিয়োগ শরীয়া বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত। সুতরাং সকল মুসলমান এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকে কিন্তু অমুসলিমদের জন্য এটি ক্ষতিকর কিছু করে না। ইসলামী ব্যাংক বলে, আমি হলাম সমাজের জন্য ভ্রাতৃসুলভ। I am only for society.

banglainternet.com

তাহলে আপনি আরো বলতে পারেন ইসলামী ব্যাংক এবং আধুনিক ব্যাংকে অর্থ রাখার পার্থক্য কী?

মনে করুন কারো টাকা আধুনিক ব্যাংকে রাখলেন এবং ব্যাংক কোনো কারণে অকৃতকার্য হলো, তাহলে আধুনিক ব্যাংকের আইন মতে ব্যাংকে Creditor-রা আগে অর্থ নিয়ে নিবে পরে Depositor-রা পাবে এবং এতে Creditor -দেরকে অর্থ দিয়ে দেওয়া হবে এবং অর্থ শেষ হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে আপনি আপনার অর্থ ফেরত পাবেন না। এভাবে আপনি আপনার অর্থ আধুনিক ব্যাংকে রাখলেন এবং মডার্ন ব্যাংক কোনো সমস্যায় পড়লে আপনার অর্থ মার যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর আপনি যদি ইসলামী ব্যাংকে অর্থ রাখেন এবং ব্যাংক সমস্যায় পড়ে তাহলেও ইসলামী ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী আপনার তথা Depositor আগে অর্থ ফেরত পাবে। সুতরাং এক্ষেত্রে আপনার অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা রয়েছে। এখন বুঝতে পারছেন অর্থনৈতিক দিক বিবেচনায় ইসলামী ব্যাংকের Current Account-এ অর্থ রাখা আধুনিক ব্যাংকের Current Account -এ অর্থ জমা রাখার চেয়ে অনেক নিরাপদ।

প্রশ্ন ঃ ইসলামী ব্যাংকের সার্ভিস চার্জ কি আধুনিক ব্যাংকের সুদ আদায়ের মত নয়? ইসলামী ব্যাংক গ্রাহকদের আকর্ষণ করার জন্য এ বিকল্প শব্দ ব্যবহার করে থাকে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি প্রশ্ন করেছেন যে, ইসলামী ব্যাংক সার্ভিস চার্জ নামে যে ফী নেয় তা আধুনিক ব্যাংকের সুদের মতো কিনা। শুধু মুসলিমদেরকে আকর্ষণ করার জন্য শব্দ পরিবর্তনের কৌশল নয়? এটা কি মুসলমানকে সেন্টিমেন্টকে ব্যবহার করা নয়। আমি আগেই বলেছিলাম যে, এটি একটি বিতর্ক-ই বটে। আধুনিক ব্যাংক যে সুদ নেয় তা আমি ১১% বলে থাকলে আমি দুঃখিত। এটা ১৪% হতে ১৫% এর মতো। এটা প্রকল্পের ওপর নির্ভর করে। এটা ২০% পর্যন্তও হতে পারে। আপনি যদি ইসলামী ব্যাংকের বায়তুন নসর থেকে কোনো নির্দিষ্ট কাজের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ নিতে চান তাহলে ইসলামী ব্যাংক আপনার কাছ থেকে সার্ভিস চার্জ আদায় করবে, তা হতে পারে ১০% থেকে ১৫% এর মধ্যে। এটা ৮% থেকে ১০%-এর মধ্যে ওঠা-নামা করে। কিন্তু ২ বছর পর এটা ১৪% হতে পারে।

এখন আপনি বলতে পারেন যে, আধুনিক ব্যাংকের ১৬% সুদ আদায় করা আর ইসলামী ব্যাংকের ১৪% সার্ভিস চার্জ আদায় করা একই কথা। আপনি বলতে পারেন ২% পার্থক্য মাত্র। এক্ষেত্রে কেবল শব্দ পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রথমে উল্লেখ হয়েছে যে, ইসলামী আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যেমন ইসলামী ব্যাংক যে সার্ভিস চার্জ নেয় তা আসলে লাভ ক্ষতির ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হয়। এটা সুদভিত্তিক নয়। কিন্তু আধুনিক ব্যাংকগুলো নির্ধারিত এবং নির্দিষ্ট হারে সুদ আদায় করে এটা বছরের লাভ লোকসানের ওপর ভিত্তি করে। তা কোনো Company বা Institute ভেদে পার্থক্য হতে পারে।

সুতরাং যত বেশি মানুষ ইসলামী ব্যাংকিং-এর সাথে সম্পৃক্ত হবে সার্ভিস চার্জ ততই কমবে। তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা করে সার্ভিস চার্জ ৮% হতে ৯% এর মধ্যে রাখতে। কিন্তু আমাদের প্রত্যেকে বুঝতে হবে যে, কোনো ইসলামী ব্যাংকে Fixed deposite করেন, ধরুন বরকত Investment-এ। বর্তমানে ইন্ডিয়াতে কোনো Investment company নেই যা পুরোপুরি ইসলামী Investment rule মেনে চলে। কেননা IRB এমনকে ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম চালাতে অনুমতি দেয় না। এগুলো কোনো চেক ইস্যু করতে পারে না। ইসলামী ব্যাংকে যে ধরনের বিনিয়োগ প্রাধান্য পায় তা হল মুসারাকা অথবা মুদারাবা পদ্ধতিতে অর্থ জমা রাখেন

banglainternet.com

ব্যাংক আপনাকে যে লাভ দিবে তা ১৬% হতে ২৬%-এর মধ্যে হতে পারে। তারা সে যে খরচ দেখায় তা একটির ক্ষেত্রে ১৬%, আবার আরো বেশি ১৭%, আবার অন্যের আরো বেশি ১৮%।

উদাহরণস্বরূপ, বরকত ইনভেস্টমেন্ট ১৯% মুনাফা দেয়। এবং ব্যাংক আপনার কাছ থেকে যে সার্ভিস চার্জ নেয় যদি আপনি বায়তুন নসর যা কিনা বরকত ইনভেস্টের সাথে সম্পর্কিত ঋণ নেন তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে ১৪% সার্ভিস চার্জ নেবে। আপনি চালাক হলে ব্যাংকে বায়তুন নসরে ১ লাখ টাকা বিনিয়োগ করুন এবং ৯০ হাজার অথবা ১ লাখ টাকা নিন। যেহেতু আপনি একই সময়ে ১ লাখ টাকা ফেরত পাচ্ছেন, আপনি বায়তুন নসর থেকে আপনার ডিপোজিটের উপর ভিত্তি করে ১ লাখ টাকা ঋণ তুলতে পারেন। এবং এর জন্য আপনাকে শুধু ১০% সার্ভিস চার্জ দিতে হবে। সুতরাং সরাসরি আপনি যদি ১ লাখ টাকা ডিপোজিট করছেন তখনই ৯০ হাজার টাকা পেতে পারেন। একই দিন ১ লক্ষ টাকার ভিত্তি করে বায়তুন নসর থেকে পাবেন এবং বছর শেষে আপনাকে ১৪% হারে ১৪ হাজার টাকা দিতে হবে।

কিন্তু আপনি যদি বিশ্লেষণ করে দেখেন যে, আপনি বরকত ইনভেস্টমেন্ট থেকে যে ১৯% লাভ পেলেন এবং যে ১৪% সার্ভিস চার্জ দিলেন তা আদৌ পরস্পরে সম্পর্কিত নয়। আধুনিক ব্যাংকে এটা পরস্পর সম্পর্কিত। এটা ব্যাংক যে Fixed করে তা সুদের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। এটা ১০% থেকে ১১% হতে পারে। এবং আপনি যদি এ ব্যাংক থেকে কোন ঋণ নেন তাহলে তারা আপনার থেকে ১৬% সার্ভিস চার্জ নিবে। তাদের এ শতকরা হার সর্বদায়ই ৫% বেশি হয় যা তারা আমানতকারীকে দেয় তার থেকে। ইসলামী ব্যাংক কখনোই এমন করে না।

সুতরাং সার্ভিস চার্জ এবং সুদ জিনিস আপনি যদি চান সার্ভিস চার্জ কমাতে তাহলে আপনার উচিৎ হবে বেশি বেশি করে মুসলমানদেরকে ইসলামী ব্যাংকের সাথে জড়িত হতে রাজি করা, এ ব্যাংকের ওপর আস্থা সৃষ্টি করে অধিক বিনিয়োগে রাজি করা। ইনশাআল্লাহ সার্ভিস চার্জ আরো কমে যাবে।

প্রশ্ন ঃ ডা বাকের 'বেদ-এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পড়ে বলেছেন, 'বেদ' এ লেখা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। তিনি আরো দাবী করেন, যদি বেদ্য এ বর্ণিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা India-তে বাস্তবায়ন করা হয় তাহলে সামাজিক বৈষম্য দূর হয়ে আমাদের সমাজে অর্থনৈতিক সমতা প্রতিষ্ঠা হবে। সুতরাং বেদ-এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যদি কুরআনে বর্ণিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সমতুল্য হয় তাহলে আমরা কি বলতে পারি যে 'বেদ'-এর লেখক একজন আল্লাহর নবী?

ডা. জাকির নায়েক ঃ অধ্যাপকের নাম, ড. বাকার বা বাকের। তিনি বলেছেন যে, 'বেদ' যদি সুদমুক্ত অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করে তবে কি তা কুরআন বর্ণিত অর্থনৈতিক বিধানের মতো এক? এবং এ 'বেদ'-এর বর্ণনা যদি কুরআনের বর্ণনার সাথে মিলে যায় তাহলে কি 'বেদ' এর গ্রন্থকার একজন আল্লাহর নবী?

প্রথম প্রশ্ন সম্পর্কে আমিও একমত। কুরআন যেমন সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সমর্থন করে বেদও তেমনি সুদমুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বর্ণনা করেছে। কিন্তু এর বাস্তবায়নগত পার্থক্য থাকতে পারে? এটা পার্থক্য হতে পারে যেমন আপনারা সুদ মুক্ত অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে পার্থক্য দেখেছেন। সুদমুক্ত ব্যবস্থা যেমন বাস্তবায়নে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন হাদীস থেকে মত পার্থক্য দেখান তেমনি বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ এর বাস্তবায়ন পদ্ধতিতে মত পার্থক্য করেন। বেদ যদি সুদমুক্ত অর্থ ব্যবস্থার কথা বলে এবং যদি তা সুদমুক্ত হয় তাহলে ইনশাল্লাহ এটা স্থায়ী হবে।

banglainternet.com

এবার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর এ অর্থ বুঝায় যে, 'বেদ' যদি ওহী তাহলে এর গ্রন্থকার কি আল্লাহর নবী হবেন না? লক্ষণীয় কুরআনসহ পূর্বে আরো অনেকগুলো আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান চারটি নাম হলো ঃ তাওরাত, যাবুর, ইনজিল এবং ফুরকান। ফুরকান হলো কুরআন।

তাওরাত ঃ হযরত মুসা (আ)-এর ওপর নাযিল হয়।

যাবুর ঃ হযরত দাউদ (আ)-এর ওপর নাযিল হয়।

ইনজিল ঃ হযরত ঈসা (আ)-এর ওপর নাযিল হয়।

আর ফুরকান হলো কুরআন, কুরআন হলো শেষ নবী মুহাম্মাদ (সা)-এর ওপর অবতীর্ণ আল্লাহর সর্বশেষ কিতাব। এ কিতাব নাযিল হওয়ার আগে আরো অসংখ্য আসমানী কিতাব নাযিল হয়েছে যেগুলোর নাম উল্লেখ নেই। অর্থাৎ আপনি কুরআন থেকে সকল নবীর নাম জানতে পারবেন না। কুরআন মোট ২৫ জন নবীর নাম উল্লেখ করেছে। আদম, ইব্রাহীম, সুলাইমান, দাউদ, ইয়াকুব, মুসা, মুহাম্মাদ (সাঃ) ইত্যাদি। হাদীসে মোট ৯৯ জন নবীর নাম পাওয়া যায়। কিন্তু হাদীস থেকে জানা যায়, পৃথিবীতে প্রায় ১ লক্ষ ২৪ হাজার নবীর সংখ্যা যেমন কুরআন বলে, প্রত্যেক জাতির জন্য পথপ্রদর্শক ও সতর্ককারী পাঠানো হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর বাণী বিভিন্ন ভাবে নাযিল হয়েছে। এমন বানী আল্লাহর নবীর নয়, আল্লহর পক্ষহতে নাজিলকৃত। কিন্তু আপনি আমাকে কুরআন ও বাইবেলের কিছু অংশের মিল সম্পর্কে প্রশ্ন করতে পারেন। যদি বাইবেলের কিছু অংশ কুরআনের সাথে মিল থাকে তাহলে কি আপনি বলবেন বাইবেল আল্লাহর বানী 'বেদ' এর কিছু কিছু অংশও যদি মিলে যায় তাহলে কি আপনি বলবেন, বেদ আল্লাহর বাণী। আপনি তা বলতে পারেন না। যদিও কোনো কোনো অংশ মিলে যায় তাহলে মিল থাকে, এটা হয়তো ঐ অংশ আল্লাহর পক্ষ থেকে, হয়তো আল্লাহর পক্ষ থেকে নাও হতে পারে। যদি তা আল্লাহর পক্ষ থেকেও আসে তবুও আপনি এর সাথে একমত হতে পারেন না। কারণ এটা চূড়ান্ত, শেষ নাযিলকৃত ওহী বা কিতাব নয়। শেষ কিতাব হলো কুরআন। এবং এ ব্যাপারে কুরআনের সূরা বাকারার ১০৬ নং আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে–

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْمِثْلِهَا ـ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ـ

অর্থ ঃ "আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করে দিলে তার চেয়ে উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত নাযিল করি। তুমি কি জানো না যে, আল্লাহর সব কিছুর ওপর শক্তিমান?

যাহোক কোনো কোনো বিষয়ে মিল থাকতে পারে, কোনো কোনো বাণী কুরআনের আয়াতের মতো হতে পারে। তাই বলে আপনি বলতে পারেন না যে, এগুলো অহী।

banglainternet.com

যেমন, বাইবেলের অনেক বাণী আছে যা কুরআনেও রয়েছে। আবার বাইবেলের কোনো কোনো বাণী ইনজিলেও আছে। তাই বলে আপনি বাইবেলের সব বাণী বা ইনজিলের সব বাণীকে আল্লাহর বাণী বলতে পারেন না। একইভাবে আপনি বেদকে আল্লাহর বাণী বলতে পারেন না। হয়তো বা এটা আল্লাহর বাণী হতে পারে। কিন্তু আমি নিশ্চিত নয়। তবে নিশ্চিতরূপে বলা যায় ইনজিল-এর কিছু অংশ আল্লাহর বাণী।

প্রশ্ন ঃ ডা. জাকির, আপনি কুরআন এর বাণী দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, রিবা অর্থ হলো সুদ। সুতরাং সুদ বা Interest হলো Usury-এর একটি রূপ। এখন আমার প্রশ্ন হলো আমি ব্যবসা করার জন্য একটি প্রকল্প পাস করতে চাই। কিন্তু বর্তমান ইন্ডিয়ার বিভিন্ন জটিল পরিস্থিতিতে এমন একটি প্রকল্প পাস করানোর জন্য ঘুষ দেওয়া বাধ্যতামূলকই বলা যায়। এখন এ ব্যবস্থা করে আমি লাভ করলাম, তখন আমার এ উপস্থিত অর্থ কি সুদ হবে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ আপনি যে প্রশ্ন করেছেন তা সংক্ষেপে সুদ বৈধ কিনা। যেহেতু আমরা সুদভিত্তিক জীবনযাপন করি। তাহলে আপনি যদি কোনো প্রকল্প হাতে নেন এবং এ থেকে যে সুদী অর্থ পাবেন তা ব্যবহার করা যাবে কি না? প্রশ্ন হলো, আপনি কোন ইসলামী ব্যাংক থেকে ব্যবসার কাজে অর্থ ঋণ নিলেন এবং আপনি একটি প্রকল্পের বিনিয়োগ করতে চান। সমাজ ঘুষ চক্রের কারণে এ প্রকল্পের জন্য ইসলামী ব্যাংক হতে প্রাপ্ত অর্থ হতে সুদ দিতে হলো, এখন এ প্রকল্প থেকে যে লাভ পাবেন, তা কি সুদ হয়ে যাবে?

সংক্ষেপে আপনার প্রশ্ন হলো ঘুষ বৈধ কিনা? আপনি বলুন, ঘুষ বৈধ না অবৈধ? আপনি ব্যাংক থেকে যে হালাল অর্থ নিলেন তা দিয়ে কি ঘুষ দেওয়া যাবে? আপনি কি দোষী হবেন না? মনে করুন, আমি ৫০ হাজার টাকা লাভ পেলাম এবং ৫ হাজার টাকা ঘুষ দিলাম। তাহলে আপনি বলতে পারবেন যে ৫০ হাজার টাকায় ৫ হাজার সুদের ফিস। সুতরাং নিট মুনাফা হবে ৪৫ হাজার যদি ৫ হাজার টাকা ঘুষের জন্য ব্যয় হয়।

ভাই, আপনাকে প্রথমে বুঝতে হবে যে, ঘুষ ইসলামে নিষিদ্ধ। আপনি কি হারাম অর্থ চান না হালাল অর্থ? জবাবাদিহিতার ব্যাপার তো পরের কথা। ঘুষ দেওয়া আপনার জন্য জায়েয না। এ সম্পর্কে কুরআন স্পষ্টভাবে এসেছে সূরা বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে। এ আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ـ

অর্থ ঃ "তোমরা পরস্পর পরস্পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না। অন্যায়ভাবে এক ধরনের মানুষের সম্পদ খাওয়ার জন্য শাসকদের নিকট সমর্পণ করো না, অথচ তোমরা জানো।"

কুরআন ঘুষকে হারাম করেছে এবং ঘুষ দেওয়া এবং নেওয়া হারাম। আমি কি ঘুষ নিতে পারবো? আমি এ সম্পর্কে অনেক বলতে পারি। আহমদ থেকে একটি হাদীসে স্পষ্টভাবে এসেছে, যে ঘুষ নেয় যে ঘুষ দেয় যে, এবং ঘুষের মধ্যস্থতা করে সবাইকে আল্লাহ অভিশাপ দিয়েছেন। সুতরাং ঘুষ (দেওয়া নেওয়া) লেনদেন হারাম। এরপর প্রশ্ন ওঠার সুযোগ নেই যে এটা সঠিক বা সঠিক নয়।

ইসলামী ব্যাংকে আপনি ঘুষ দিতে পারবেন না।

আপনি যদি বলেন আমি ঘুষ দিব তাহলে আপনাকে বলবে আপনি টাকা নিবেন না।

এটা কি ইন্ডিয়াতে অনুমোদিত? আমি জানি না। ইসলামী শরীআত মতে আপনি যদি বলেন আমি একটি শিল্প কারখানা করার জন্য টাকা চাই এবং এজন্য আপনাকে টাকা দিতে চাই তাহলে এটা হারাম হবে, আমি এটাকে হারাম বলবো। আপনি এ অর্থ ঘুষ দিতে পারেন না। ইসলামী আইনে এটা বৈধ নয় এবং এটা জেনেও যদি

banglainternet.com

আপনি ঘুষ দেন তাহলে তা হবে আল্লাহর সাথে প্রতারণা। দায়িত্বশীলতা থেকে বা জবাবদিহিতা যাই বলুন না কেন ঘুষ হারাম।

কেননা, আল কোরআনে ইনজিল শব্দটি উল্লেখ আছে। এটা আল্লাহর বাণী, কিন্তু 'বেদ' সম্পর্কে কুরআন কিছুই বলা হয় নি। সুতরাং এটা হতেও পারে, নাও হতে পারে। এটা আপনার ভাবনার বিষয় নয়। আপনার দায়িত্ব হলো আপনাকে সর্বশেষ কিতাব কুরআনের প্রতি বিশ্বাস রাখা।

প্রশ্ন ঃ ইসলামে কি ইন্স্যুরেন্স বৈধ? বিশেষ করে লাইফ ইন্স্যুরেন্স? যদি এটা ইসলামে বৈধ না হয় তাহলে অন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা আছে কি? অথবা অন্য কোনো ইসলামিক সমাধান আছে?

ডা. জাকির নায়েক ঃ বীমার ধারণাটি অনেক পুরাতন। লোকজন অর্থ জমা করতে পারে এবং এটা প্রয়োজনে তা খরচ করতে পারে। আপনার কোনো দুর্ঘটনায় যা। প্রয়োজনে তা খরচ করতে পারে। আপনার কোনো দুর্ঘটনা প্রয়োজনে আপনাকে সাহায্য করতে পারে। এ জমা রাখা অর্থ ব্যবহার একটি ভালো পদ্ধতি। কিন্তু জীবন বীমা কে কি বৈধ বলা যায়? মিশরের মাওলানা মোঃ আবু জরার দেওয়া ফতোয়া অনুযায়ী কিন্তু জীবনবীমা, অর্থাৎ আপনি মাসিক কিস্তি হিসেবে টাকা জমা দেন এবং আপনার কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে আপনি পুরো বা দ্বিগুণ পরিমাণ অর্থ ফেরত পান কিংবা এ মেয়াদ শেষে আপনি পুরো অর্থ লাভসহ ফেরত পান তাহলে তা রিবা ব্যতীত কিছুই নয়।

সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায়, যে কোন বিনিয়োগ তা জীবনবীমা হোক, গাড়ি বীমা হোক আর মুনাফা বীমা হোক তা যদি সুদভিত্তিক হয় তবে তা হারাম। অর্থাৎ সকল সুদী বিনিয়োগই হারাম। মাওলানা সাহেবের নিয়মে বর্তমান জীবন বীমা করপোরেশনগুলোর অধিকাংশ বিনিয়োগই-এর। সুতরাং যে অর্থই হোক, যেমন ধরুন, আপনার একটি ১০ বছর মেয়াদি জমা দিয়ে আছে যেখানে প্রতি বছর ১ লক্ষ টাকা জমা দিতে হয় এবং যদি আপনি মাত্র দুই কিস্তির অর্থ জমা দিয়ে মারা যান কিংবা দুর্ঘটনায় শিকার হন তাহলেও আপনি দ্বিগুণ তথা দুই লক্ষ টাকা ফেরত পাবেন। আপনার বীমার মেয়াদ শেষের আগেই যদি মারা যান তবে আপনি পুরো ১০ লক্ষই লাভসহ ফেরত পাবেন। কিন্তু আপনাকে এ লাভ কোথা থেকে দিবে জীবন বীমার অধিকাংশ বিনিয়োগই ফিক্সড মানি মার্কেট হার থাকে, যা সুদভিত্তিক। আপনি তো জানেনই যে সুদ হারাম। আপনি যদি জানেন যে, কোনো প্রতিষ্ঠান যারা বীমা করে এবং তারা Fixed Money Market -এর সাথে জড়িত নয় এবং শেয়ার, ইকুইটির সাথে জড়িত তাহলে এ বীমা বৈধ হবে।

এই কিছুদিন আগে আমি লন্ডনের 'গোল্ডেন বন্ড' নামক একটি ফার্ম দেখে এলাম, তাদের সর্বনিম্ন বিনিয়োগ আড়াই হাজার পাউন্ড। অর্থাৎ আপনাকে কমপক্ষে ২.৫ হাজার পাউন্ড বিনিয়োগ করতে হবে যা কিনা ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। তারা (Golden Bond) আপনার নিকট থেকে এ পরিমাণ অর্থ নিবে এবং তা শেয়ার ও ইকুয়িটি তে বিনিয়োগ করে থাকে, যা ইসলামে বৈধ।

banglainternet.com

শেয়ার এবং ইকুয়িটি Fixed Money Market -এর সাথে সম্পৃক্ত নয়। তারা আপনাকে একটি সম্ভাব্য মুনাফা দিবে, কোনো নির্দিষ্ট মুনাফা নয়, তা হতে পারে ১% বা ২% এটা নির্দিষ্ট অংক নয় বরং কাছাকাছি সম্ভাব্য একটা পরিমাণ এবং তারা আপনাকে আরো কিছু সুবিধা দিবে, যদি আপনি মারা যান, এক্ষেত্রে অতিরিক্ত বোনাস দিতে পারে। ফলে এ ধরনের বিনিয়োগ যা সুদের সাথে সম্পর্কিত নয় তা বৈধ। কিন্তু বর্তমানে অধিকাংশ জীবন

বীমা কোম্পানিগুলো Fixed Money Market -এর সাথে সম্পৃক্ত বলে তা ইসলামে বৈধ নয়। এগুলো হারাম। যে সব বীমা সুদের বা রিবা নিয়ে কারবার করে তা সম্পূর্ণই হারাম।

এখন আপনার প্রশ্ন ছিল এর কোনো বিকল্প আছে কিনা? কিংবা জীবন বীমা ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক হতে পারে কিনা? যদি ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংক হতে পারে তাহলে কেন ইসলামী শরীয়াহ ভিত্তিক জীবন বীমা হতে পারবে না? কেন আপনি শরীয়াহ ভিত্তিক বীমা পাবেন না?

করাচীর (পাকিস্তান) দারুল উলুম এর মুফতি মোহাম্মদ শফী (র) এ ব্যাপারে একটি ভালো সমাধান দিয়েছেন, তিনি বলেন, অবশ্যই শরীয়াভিত্তিক জীবন বীমা হতে পারে। আপনি কীভাবে মাসিক প্রিমিয়াম, মাসিক কিস্তি জীবন বীমা করাবেন, আপনি কীভাবে ইসলামী জীবন বীমা করাবেন? তার মতে আপনি মাসিক কিস্তি হিসেবে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ জমা দিবেন তা মুদারাবা পদ্ধতিতে বিনিয়োগ হবে। আপনি বিনিয়োগকৃত অর্থ থেকে নির্দিষ্ট লভ্যাংশ পাবেন, এ লাভের অংশ যেমন তা হতে পারে ১/৪ বা ১/৩ ভাগ আলাদা একটি বক্সে রেখে দিলেন। এখন মনে করুন এ ইসলামী শরীয়াভিত্তিক জীবন বীমার কোনো শেয়ার হোল্ডার, তার বিনিয়োগকারী কোনো সমস্যায় পড়ল যেমন দুর্ঘটনা,, তাহলে তার চিকিৎসা সেবার জন্য আপনার ঐ নির্দিষ্ট বক্স থেকে অর্থ দিতে পারেন। এবং আপনার এর পরিমাণটা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে হতে পারে, এ দেয় পরিমাণটা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ও হতে পারে, আপনি পেতেও পারেন, আপনার যদি কোনো রোগ হয় তাহলে আপনি নির্দিষ্ট পরিমাণ পাবেন, আবার নির্দিষ্ট পরিমাণ অন্যের রোগ হয়ে দিবেন। এসব বিষয় গুলোতে শর্তের ওপর নির্ভর করবে। ইসলাম আপনার এ নিজস্ব বক্সের অর্থ ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছে। কারণ, আপনার এ বক্সের অর্থ আপনার লাভের একটা অংশ।

আধুনিক জীবন বীমা পদ্ধতিতে আপনাকে মাসিক কিস্তি হিসেবে প্রিমিয়াম জমা দিতে হবে এবং আপনি যদি আপনার প্রিমিয়াম বন্ধ করে দেন তাহলে আপনার জমা দেওয়া কোন অর্থ ফেরত পাবেন না। তারা আপনাকে একটি পয়সাও ফেরত দিবে না।

অর্থাৎ যদি কিস্তি দেওয়া বন্ধ হয়, তাহলে প্রিমিয়ামসহ পূর্বের সব অর্থই বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে। অতীতের সর্ব অর্থই লাভসহ মার খাবে।

banglainternet.com